# পরিক্রমা

সংখ্যা # ৭৯: ডিসেম্বর ২০১

## বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন

**সিকিউরিটিজ কমিশন ভবন**

ই-৬/সি, আগারগাঁও, শের-ই-বাংলা নগর প্রশাসনিক এলাকা, ঢাকা-১২০৭, বাংলাদেশ

Website: www.sec.gov.bd, www.secbd.org, www.এসইসিবিডি.বাংলা

E-mail: secbd@bdmail.net

# সূচিপত্র


| ক্রমিক নং | বিষয়বস্তু | পৃষ্ঠা নম্বর |
|---|---|---|
| ০১ | বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন | |
| ০২ | বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনের নির্বাহী পরিচালক ও বিভাগীয় প্রধানগণ | |
| ০৩ | বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনের পরিচালকগণ | |
| ০৪ | বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন প্রতিষ্ঠা ও কার্যাবলী | |
| ০৫ | পুঁজিবাজার সংশ্লিষ্ট বিশেষ কার্যক্রম | |
| ০৬ | ক্যাপিটাল মার্কেট রেগুলেটরি রিফর্মস অ্যান্ড কমপ্লায়েন্স (সিএমআরআরসি) | |
| ০৭ | কর্পোরেট ফাইন্যান্স | |
| ০৮ | ক্যাপিটাল ইস্যু | |
| ০৯ | সার্ভেইল্যান্স | |
| ১০ | নিবন্ধন | |
| ১১ | মিউচ্যুয়াল ফান্ড অ্যান্ড এসপিভি | |
| ১২ | সুপারভিশন অ্যান্ড রেগুলেশন অব মার্কেট অ্যান্ড ইস্যুয়ার কোম্পানিজ (এসআরএমআইসি) | |
| ১৩ | সুপারভিশন অ্যান্ড রেগুলেশন অব ইন্টারমিডিয়ারিজ (এসআরআই) | |
| ১৪ | এনফোর্সমেন্ট | |
| ১৫ | আইন | |
| ১৬ | সেন্ট্রাল ডিপজিটরি সার্ভিসেস | |
| ১৭ | এমআইএস | |
| ১৮ | গবেষণা ও উন্নয়ন | |
| ১৯ | ফিন্যান্সিয়াল লিটারেসি | |
| ২০ | আন্তর্জাতিক সম্পর্ক | |
| ২১ | স্টক এক্সচেঞ্জ অপারেশনাল স্ট্যাটিসটিকস | |
| ২২ | প্রেস রিলিজ | |

বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন আইন, ১৯৯৩ এর মাধ্যমে পুঁজিবাজার নিয়ন্ত্রণকারী সংস্থা হিসাবে ৮ জুন ১৯৯৩ তারিখে বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন (বিএসইসি) প্রতিষ্ঠিত হয়, যার মূল লক্ষ্য হ'ল সিকিউরিটিজে বিনিয়োগকারীদের স্বার্থ সংরক্ষণ, সিকিউরিটিজ মার্কেটের উন্নয়ন এবং এতদসংক্রান্ত বিষয়াবলী বা তদধীনে আনুষঙ্গিক বিধান প্রণয়ন। কমিশন একজন চেয়ারম্যান ও চারজন কমিশনার নিয়ে গঠিত এবং চেয়ারম্যান কমিশনের প্রধান নির্বাহী হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। বাজার নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজনীয় বিধি প্রণয়ন এবং সে মোতাবেক বাজার তদারকি করা কমিশনের সার্বিক দায়িত্ব। কমিশন একটি সংবিধিবদ্ধ সংস্থা এবং অর্থ মন্ত্রণালয়ের সাথে সম্পর্কযুক্ত।

বর্তমানে কমিশনের চেয়ারম্যান হিসাবে দায়িত্ব পালন করছেন ড. এম. খায়রুল হোসেন। কমিশনার হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন প্রফেসর মো. হেলাল উদ্দিন নিজামী, ড. স্বপন কুমার বালা ও জনাব খোন্দকার কামালউজ্জামান।

পুঁজিবাজারের সংস্কার কার্যক্রমে আন্তর্জাতিক মান অর্জন করায় ২২ ডিসেম্বর ২০১৩ তারিখে আন্তর্জাতিক সংস্থা International Organization of Securities Commissions (IOSCO) কমিশনকে **'A'** ক্যাটাগরীতে উন্নীত করে।

# বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন

ড. এম. খায়রুল হোসেন
চেয়ারম্যান

প্রফেসর মো. হেলাল উদ্দিন নিজামী
কমিশনার

ড. স্বপন কুমার বালা এফসিএমএ
কমিশনার

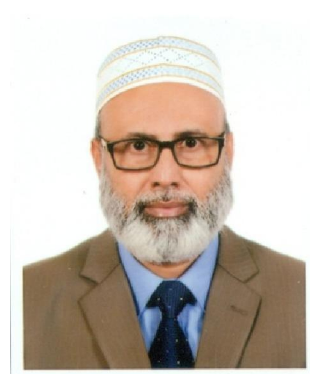

জনাব খোন্দকার কামালউজ্জামান
কমিশনার

## ২. বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনের নির্বাহী পরিচালক ও বিভাগীয় প্রধানগণ

| ক্রমিক নং | নাম | দায়িত্বপ্রাপ্ত বিভাগীয় প্রধানগণ |
|---|---|---|
| ১ | জনাব ফরহাদ আহমেদ | এসআরআই এবং সিডিএস |
| ২ | মিসেস রুকসানা চৌধুরী | ক্যাপিটাল ইস্যু,এনফোর্সমেন্ট, অফিস অব দি চীফ একাউন্ট্যান্ট, অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা এবং এএমএল/সিএফটি উইং |
| ৩ | ড. এটিএম তারিকুজ্জামান | র্বতমানে লিয়েনে নিউজিল্যান্ড এ অবস্থান করছেন |
| ৪ | জনাব মোঃ আনোয়ারুল ইসলাম | এসআরএমআইসি এবং প্রশাসন ও অর্থ |
| ৫ | জনাব মোঃ সাইফুর রহমান | সার্ভেইল্যান্স, প্রকল্প পরচিালক এবং কমিশনের মুখপাত্র |
| ৬ | জনাব মোঃ আশরাফুল ইসলাম | এমআইএস এবং গবেষণা ও উন্নয়ন |
| ৭ | জনাব এম হাছান মাহমুদ | মিউচ্যুয়াল ফান্ড অ্যান্ড এসপিভি এবং কর্পোরেট ফাইন্যান্স |
| ৮ | জনাব মোঃ মাহবুবুল আলম | নিবন্ধন, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক, ফাইন্যান্সিয়াল লিটারেসি এবং মহাপরিচালক,বাংলাদশে একাডেমি ফর সিকিউরিটিজ মার্কেট (বিএএসএম) |
| ৯ | জনাব মোঃ মাহবুবের রহমান চৌধুরী | সিএমআরআরসি এবং আইন |

## ৩. বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনের পরিচালকগণ ও কমিশন সচিব

| ক্রমিক নং | নাম | বিভাগের নাম |
|---|---|---|
| ০১ | জনাব কামরুল আনাম খান | এসআরএমআইসি |
| ০২ | জনাব মোহাম্মদ রেজাউল করিম | ক্যাপিটাল ইস্যু এবং ফিন্যান্সিয়াল লিটারেসি |
| ০৩ | জনাব মোহাম্মদ শফিউল আজম | এসআরআই |
| ০৪ | জনাব রিপন কুমার দেবনাথ | সিএমআরআরসি |
| ০৫ | জনাব মীর মোশাররফ হোসেন চৌধুরী | এনফোর্সমেন্ট |
| ০৬ | জনাব মোঃ জাহাঙ্গীর আলম | নিবন্ধন |
| ০৭ | জনাব মোঃ মাহমুদুল হক | মিউচ্যুয়াল ফান্ড অ্যান্ড এসপিভি |
| ০৮ | জনাব প্রদীপ কুমার বসাক | ক্যাপিটাল ইস্যু এবং কর্পোরেট ফাইন্যান্স |
| ০৯ | জনাব রাজিব আহমেদ | এমআইএস |
| ১০ | জনাব মোঃ আবুল কালাম | অর্থ |
| ১১ | জনাব মোঃ মনসুর রহমান | ক্যাপিটাল ইস্যু |
| ১২ | জনাব মোহাম্মদ আবুল হাসান | প্রশাসন |
| ১৩ | জনাব শেখ মাহবুব উর রহমান | সার্ভেইল্যান্স |
| ১৪ * | মিসেস ফারহানা ফারুকী | কমিশন সচিবালয় এবং আন্তর্জাতিক সম্পর্ক |
| ১৫ | জনাব আবু রায়হান মোহাম্মদ মুতাসীম বিল্লাহ | গবেষণা ও উন্নয়ন |

*পরিচালক ও কমিশন সচিব

# ৪. বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন প্রতিষ্ঠা ও কার্যাবলী

একটি দক্ষ, স্বচ্ছ ও নিরপেক্ষ পুঁজিবাজার কোন দেশের শিল্পায়ন ও অর্থনৈতিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। এরূপ নিরপেক্ষ জবাবদিহিতামূলক একটি পুঁজিবাজার সৃষ্টির উদ্দেশ্যে পুঁজিবাজার নিয়ন্ত্রক সংস্থা হিসাবে বিএসইসি প্রতিষ্ঠিত হয়, যার মূল উদ্দেশ্যসমূহঃ

- সিকিউরিটিজে বিনিয়োগকারীদের স্বার্থ সংরক্ষণ;
- সিকিউরিটিজ মার্কেটের উন্নয়ন; এবং
- এতদসংক্রান্ত বিষয়াবলী বা তদধীনে আনুষঙ্গিক বিধি প্রণয়ন ।

কমিশন একজন চেয়ারম্যান ও চারজন কমিশনার এর সমন্বয়ে গঠিত হয়, যাঁরা সরকার কর্তৃক চার বছর মেয়াদের জন্য নিযুক্ত হয়ে থাকেন এবং তাঁদের চাকুরীর শর্তাবলী সরকার কর্তৃক নির্ধারিত হয়। সরকার তাঁদেরকে ৬৫ বছর বয়স অনতিক্রম সাপেক্ষে পুনঃনিয়োগ দিতে পারেন। কমিশনের প্রধান নির্বাহী হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন কমিশনের চেয়ারম্যান।

সিকিউরিটিজ আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে কমিশন তার সকল কাজ পরিচালনা করে থাকে। কমিশনের উল্লেখযোগ্য কার্যাবলী নিম্নরূপঃ

- সিকিউরিটিজ ইস্যুর অনুমোদন;
- সিকিউরিটিজ সংক্রান্ত বিধি প্রণয়ন;
- সিকিউরিটিজ লেন-দেন সার্ভেইল্যান্স করা;
- তালিকাভুক্ত কোম্পানির কর্পোরেট গভর্নেন্স পরিপালন নিশ্চিত করা;
- দেশব্যাপী বিনিয়োগ শিক্ষা কার্যক্রম চলমান রাখা;
- সিকিউরিটিজ আইন ও বিধি অমান্যকারীদের বিরুদ্ধে এনফোর্সমেন্ট কার্যক্রম গ্রহণ;
- পুঁজিবাজার ও বাজার মধ্যস্থতাকারীদের নিয়ন্ত্রণ;
- গবেষণা পরিচালনা ও তথ্য প্রকাশ।

# ৫. পুঁজিবাজার সংশ্লিষ্ট বিশেষ কার্যক্রমঃ

## ৫.১

### ক) বিশ্ব বিনিয়োগকারী সপ্তাহ-২০১৯ উদ্‌যাপন

৩০ সেপ্টেম্বর ২০১৯ বিএসইসির মাল্টিপারপাস হলে অনুষ্ঠিত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি কমিশনের চেয়ারম্যান ড. এম. খায়রুল হোসেন বিশ্ব বিনিয়োগকারী সপ্তাহ-২০১৯ উদ্বোধন করেন। উক্ত অনুষ্ঠানে মঞ্চে উপবিষ্ট কমিশনের কমিশনার প্রফেসর মো. হেলাল উদ্দিন নিজামী, অধ্যাপক ড.স্বপনকুমার বালা, জনাব খোন্দকার কামালউজ্জামান, নির্বাহী পরিচালক জানাব ফরহাদ আহমেদ ও জানাব মোঃ মাহবুবুল আলম

বিনিয়োগকারীদের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে পুঁজিবাজার নিয়ন্ত্রণকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের বৈশ্বিক মান নির্ধারণকারী আন্তর্জাতিক সংস্থা ইন্টারন্যাশনাল অর্গানাইজেশন অব সিকিউরিটিজ কমিশনস (IOSCO) ২০১৭ সাল থেকে প্রতিবছর বিশ্ববিনিয়োগকারী সপ্তাহ ঘোষণা করে আসছে। সে মোতাবেক বাংলাদেশে ২০১৯ সালের ৩০ সেপ্টেম্বর থেকে ০৬ অক্টোবর পর্যন্ত তৃতীয় বারের মত বিশ্ব বিনিয়োগকারী সপ্তাহ পালিত হয়। ৩০ সেপ্টেম্বর ২০১৯ ইং তারিখে সিকিউরিটিজ কমিশন ভবনে বিএসইসি'র চেয়ারম্যান ড. এম. খায়রুল হোসেন বিশ্ব বিনিয়োগকারী সপ্তাহ-২০১৯ উদ্বোধন করেন । অনুষ্ঠানে বিএসইসি'র কমিশনার প্রফেসর মো. হেলাল উদ্দিন নিজামী, অধ্যাপক ড.স্বপনকুমার বালা, জনাব খোন্দকার কামালউজ্জামান উপস্থিত ছিলেন। উক্ত অনুষ্ঠানে বিএসইসিসহ পুঁজিবাজার সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের প্রায় ২০০ জন প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করেন।

বিশ্ব বিনিয়োগকারী সপ্তাহ ২০১৯ উদ্‌যাপন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি বিএসইসি'র চেয়ারম্যান ড. এম. খায়রুল হোসেন সকলের উদ্দেশ্যে বক্তব্য প্রদান করেন

প্রধান অতিথির বক্তব্যে বিএসইসি'র চেয়ারম্যান বিশ্ব বিনিয়োগকারী সপ্তাহ ২০১৯ উপলক্ষ্যে বিনিয়োগকারীসহ সকল অংশীজনকে অভিনন্দন জানান এবং এই দিবসের তাৎপর্য তুলে ধরেন। তিনি বাজার উন্নয়নের লক্ষ্যে আরও উল্লেখ করেন যে, বাজার মূলধন বাড়ানোর জন্য টেলিকম কোম্পানি রবিকে পুঁজিবাজারে আনার বিষয়ে পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে, তাছাড়া আগামী বছরের জুনের আগেই বাজারে অনেকগুলো নতুন পন্য আসবে। এতে বাজারের গভীরতা ও স্থিতিশীলতা বাড়বে। বিনিয়োগকারীদের অভিযোগ দ্রুত অন-লাইনে গ্রহণ ও তা দ্রুত নিষ্পত্তির লক্ষ্যে কমিশন কর্তৃক স্থাপিত কাস্টমার কমপ্লেইন্ট অ্যাড্রেস মডিউল সর্ম্পকে তিনি জানান, এই মডিউলের মাধ্যমে বিনিয়োগকারীগণ তাদের অভিযোগ অন-লাইনে দাখিল করতে পারবেন এবং বিএসইসি নিজে এবং সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে এই অভিযোগ দ্রুত নিষ্পত্তি করে অন-লাইনেই জানিয়ে দিবে । অনুষ্ঠানের দ্বিতীয় পর্যায়ে ট্রেকহোল্ডার প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিদের "বিনিয়োগ শিক্ষার বিভিন্ন দিক ও সুশাসন নিশ্চিতকরণ" বিষয়ে উপস্থাপনা পেশ করেন বিএসইসি'র পরিচালক জনাব মোহাম্মদ রেজাউল করিম।

খ) ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ লিমিটেড কর্তৃক রাজধানীর হোটেল সোনারগাঁও এ 'The role of Independent Directors to protect the interest of minority shareholders' শীর্ষক সেমিনার আয়োজন

ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ লি. কর্তৃক রাজধানীর হোটেল সোনারগাঁও এ আয়োজিত 'The role of Independent Directors to protect the interest of minority shareholders' শীর্ষক সেমিনারে প্রধান অতিথি বিএসইসি'র কমিশনার প্রফেসর মো. হেলাল উদ্দিন নিজামী

০১ অক্টোবর ২০১৯ ইং তারিখে বিশ্ব বিনিয়োগকারী সপ্তাহ ২০১৯ এর দ্বিতীয় দিনে ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ লিমিটেড রাজধানীর হোটেল সোনারগাঁয়ে 'The role of Independent Directors to protect the interest of minority shareholders' শীর্ষক সেমিনারের আয়োজন করে। সেমিনারে বিএসইসি'র কমিশনার প্রফেসর মো. হেলাল উদ্দিন নিজামী প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। প্রায় ৬০ জন স্বতন্ত্র পরিচালক সেমিনারে অংশ গ্রহণ করেন। ডিএসই'র চেয়ারম্যান প্রফেসর ড. আবুল হাশেম সেমিনারে সভাপতিত্ব করেন।

সেমিনারে প্রধান অতিথির বক্তব্যে প্রফেসর নিজামী বলেন, বিনিয়োগকারী ও সরকারের স্বার্থরক্ষার জন্য কোম্পানিতে স্বতন্ত্র পরিচালক রাখা হয়েছে। তবে তারা তাদের দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করছেন না। কারণ তালিকাভুক্ত কোম্পানিগুলোর পরিচালনা পর্ষদের ক্ষমতা এখনও পারিবারিক সদস্যদের হাতে রয়েছে। স্বতন্ত্র পরিচালকরা এখনো তাদের ক্ষমতা পুরোপুরি ব্যবহার করতে পারছেন না। ফলে তারা কোম্পানির অডিট রিপোর্টসহ বিভিন্ন বিষয়গুলো দেখার কথা থাকলেও সঠিকভাবে দেখতে পারছেন না। এতে সমস্যা থেকেই যাচ্ছে। তিনি স্বতন্ত্র পরিচালকদেরকে কমিশন এর সাথে নিয়মিত যোগাযোগ করে সমস্যার কথা তুলে ধরার জন্য আহ্বান জানান। কমিশন তাদেরকে এই সমস্যার সমাধানে সহযোগিতা করবে বলে জানান তিনি।

তিনি আরো বলেন IOSCO'র নিয়মনীতি অনুসরণ করে NRC কমিটি করা হয়েছে। চার্টার্ড একাউন্টস ও অডিট ফার্মগুলোর প্রতি কঠোরতা গ্রহণ করা হয়েছে। যার ফলে, এখন একটা প্রত্যাশা এবং বিশ্বাসের জায়গা তৈরি হয়েছে।

গ) সিডিবিএল কর্তৃক আয়োজিত রাজধানীর হোটেল সোনারগাঁও এ Symposium on Investor Education and Protection শীর্ষক সেমিনার

প্রধান অতিথি হিসাবে বক্তব্যরত বিএসইসির চেয়ারম্যান ড. এম. খায়রুল হোসেন

০২ অক্টোবর ২০১৯ইং তারিখে বিশ্ববিনিয়োগকারী সপ্তাহ ২০১৯ এর তৃতীয় দিনে সিডিবিএল রাজধানীর হোটেল সোনারগাঁওয়ে "Syposium on Investor Education and Protection" শীর্ষক সেমিনারের আয়োজন করে। সেমিনারে বিএসইসি'র চেয়ারম্যান ড. এম. খায়রুল হোসেন প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। সিডিবিএল এর চেয়ারম্যান জনাব শেখ কবির হোসেন সেমিনারে সভাপতিত্ব করেন। প্রায় ১০০ প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগকারী সেমিনারে অংশগ্রহণ করেন।

ঘ) সিকিউরিটিজ কমিশন ভবনে বিএসইসি কর্তৃক Conference on awarness of retail investors regarding fixed income securities' শীর্ষক কনফারেন্স আয়োজনঃ

০৩ অক্টোবর ২০১৯ইং তারিখে বিশ্ববিনিয়োগকারী সপ্তাহ ২০১৯ এর চতুর্থ দিনে বিএসইসি সিকিউরিটিজ কমিশন ভবনের মাল্টিপারপাস হলে "Conference on awarness of retail investors regarding fixed income securities' শীর্ষক কনফারেন্স আয়োজন করে। বিএসইসির চেয়ারম্যান ড. এম. খায়রুল হোসেন কনফারেন্সের উদ্বোধন করেন। ১৫ জন বাজার মধ্যস্থতাকারী প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি ও সম্ভাব্য ইস্যুয়ার কোম্পানির উর্ধতন কর্মকর্তাগণ কনফারেন্সে অংশগ্রহণ করেন।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বিএসইসির চেয়ারম্যান ড. এম. খায়রুল হোসেন বক্তব্য প্রদান করছেন

বিএসইসির চেয়ারম্যান বলেন, আমাদের এখানে ফিক্সড ইনকাম সিকিউরিটিজ খুব বেশি নেই। এ ধরনের পণ্য আনার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতাগুলো কী, কোন ধরনের নতুন পণ্য আনা যেতে পারে ও বিনিয়োগকারীদের বিনিয়োগের বিকল্প উৎসগুলোকে কীভাবে আরো সম্প্রসারণ করা যায়, সে উদ্যোগ নিতে হবে। এতে তাদের ঝুঁকির মাত্রা কমে আসবে। বিনিয়োগকারীদের জ্ঞানের পরিধি সীমিত। পুঁজিবাজারের উন্নয়নে প্রশিক্ষিত দক্ষ জনবল ও সচেতন বিনিয়োগকারী গড়ে তোলার লক্ষ্যে বাংলাদেশ একাডেমি ফর সিকিউরিটিজ মার্কেট প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। এই একাডেমির কাজই হবে বিনিয়োগকারীদের জ্ঞানের পরিধি বাড়ানোর মাধ্যমে তাদের বিনিয়োগ শিক্ষায় শিক্ষিত করে তোলা, যেন তারা এ জ্ঞান কাজে লাগিয়ে বিনিয়োগের বিপরীতে মুনাফা করতে পারে।

কনফারেন্সের প্রথম সেশনের প্রধান অতিথি হিসাবে বক্তব্যরত  বিএসইসি'র কমিশনার  ড.স্বপন কুমার বালা

দুটি সেশনে কনফারেন্স পরিচালিত হয়। প্রথম সেশনের প্রধান অতিথি ছিলেন ড.স্বপন কুমার বালা, কমিশনার বিএসইসি এবং দ্বিতীয় সেশনের প্রধান অতিথি ছিলেন প্রফেসর মো. হেলাল উদ্দিন নিজামী, কমিশনার বিএসইসি।

ড. বালা বলেন, বন্ডের বিষয়ে  কিছু অগ্রগতি হয়েছে। কীভাবে একটি কার্যকর বন্ড মার্কেট গড়ে তোলা যায়, সে বিষয়ে বিএসইসি, বাংলাদেশ ব্যাংক ও জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর) একসঙ্গে কাজ করছে।

কনফারেন্সের দ্বিতীয় সেশনে প্রধান অতিথি হিসাবে বক্তব্যরত বিএসইসি'র কমিশনার   প্রফেসর মোঃ হেলাল উদ্দিন নিজামী

জনাব নিজামী বলেন, সম্পদভিত্তিক সিকিউরিটিজে বিনিয়োগে কিছু ঝুঁকি রয়েছে। তা সত্ত্বেও আমাদের এগিয়ে যেতে হবে। এক্ষেত্রে বিনিয়োগকারীরা যেন প্রতারিত না হন, সেদিকে আমাদের নজর রাখতে হবে। পিপিপি'র মাধ্যমে যেসব প্রকল্প বাস্তবায়িত হয়, তার ৩০ শতাংশও যদি সুকুক ও সম্পদভিত্তিক সিকিউরিটিজের মাধ্যেমে করা যায়, তাহলে অর্থনীতির চেহারা বদলে যাবে।

**ঙ) সিকিউরিটিজ কমিশন ভবনের মাল্টিপারপাস হলে অনুষ্ঠিত বিশ্ব বিনিয়োগকারী সপ্তাহ ২০১৯ এর সমাপনী অনুষ্ঠান**

মঞ্চে উপবিষ্ট বিএসইসি'র চেয়ারম্যান ড. এম. খায়রুল হোসেন এবং কমিশনের কমিশনার প্রফেসর মো. হেলাল উদ্দিন নিজামী, অধ্যাপক ড.স্বপন কুমার বালা ও খোন্দকার কামালউজ্জামান এবং নির্বাহী পরিচালক জনাব ফরহাদ আহমেদ

০৬ অক্টোবর ২০১৯ইং তারিখে সিকিউরিটিজ কমিশন ভবনের মাল্টিপারপাস হলে বিশ্ব বিনিয়োগকারী সপ্তাহ ২০১৯ এর সমাপনী অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয় । এ অনুষ্ঠানে বিএসইসির চেয়ারম্যান ড. এম খায়রুল হোসেন বলেন, শেয়ার বাজারে সুশাসন প্রতিষ্ঠায় বিনিয়োগশিক্ষা ভূমিকা রাখছে। এই জন্য পুঁজিবাজারের উন্নতির লক্ষ্যে ক্ষুদ্র বিনিয়োগকারীর পাশাপাশি সংশ্লিষ্ট সকলের বিনিয়োগ শিক্ষা নিতে হবে। তাই এবারের বিশ্ববিনিয়োগকারী সপ্তাহে সকলকেই বিনিয়োগ শিক্ষার জন্য টার্গেট করা হয়েছে। অনুষ্ঠানে বিত্রসইসির কমিশনারগণ এবং সকল কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন।

এছাড়া বিশ্ব বিনিয়োগকারী সপ্তাহ-২০১৯ উপলক্ষ্যে ডিএসই, সিএসই, ইস্ট ওয়েস্ট ইউনিভার্সিটি, বিএমবিএ ও বাজার মধ্যস্থতাকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ বিনিয়োগকারীদের জন্য সপ্তাহব্যাপী শিক্ষা ও সুরক্ষা বিষয়ক সেমিনার, সিম্পোজিয়ামের আয়োজন করে।

## ৫.২ বাংলাদেশ একাডেমি ফর সিকিউরিটিজ মার্কেটস (বিএএসএম) এর উদ্যোগে Introducing Green Bond in Bangladesh শীর্ষক সেমিনারের আয়োজন

প্রধান অতিথি হিসেবে সেমিনারে বক্তব্যরত
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের সিনিয়র সচিব জনাব মোঃ আসাদুল ইসলাম

২০ নভেম্বর, ২০১৯ ইং তারিখে সিকিউরিটিজ কমিশন ভবনে বাংলাদেশ একাডেমি ফর সিকিউরিটিজ মার্কেটস (বিএএসএম) এর উদ্যোগে Introducing Green Bond in Bangladesh শীর্ষক একটি সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। উদ্বোধনী পর্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের সিনিয়র সচিব জনাব মোঃ আসাদুল ইসলাম। প্রধান অতিথি তাঁর বক্তব্যে দেশের জলবায়ু ও পরিবেশবান্ধব বিভিন্ন প্রকল্পে অর্থায়নের উৎস হিসেবে গ্রীন বন্ডের সম্ভাবনাময় ভূমিকার কথা এবং গ্রীন বন্ড ইস্যুর ক্ষেত্রে দক্ষ জনশক্তিসহ পর্যাপ্ত অবকাঠামোর অভাব ও তা উত্তরণের বিষয়ে উল্লেখ করেন। এ বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে নিয়ন্ত্রণকারী সংস্থা, পলিসি মেকার, ইস্যুয়ার কোম্পানি, স্টকএক্সচেঞ্জ, ব্যাংক, নন-ব্যাংক ফিন্যান্সিয়াল ইন্সটিটিউট, মার্চেন্ট ব্যাংকার, এ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট কোম্পানিজ এবং ফান্ড ম্যানেজারসহ সকল স্টেকহোল্ডারদের নিয়ে বাংলাদেশ একাডেমি ফর সিকিউরিটিজ মার্কেটস (বিএএসএম) নিয়মিত আরো প্রশিক্ষণ কর্মসূচি আয়োজন করবে বলে আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

বিএসইসি'র চেয়ারম্যান ও বিএএসএম এর বোর্ড অব গভর্নরস এর চেয়ারম্যান ড. এম. খায়রুল হোসেন বক্তব্যরত

অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনের চেয়ারম্যান ও বাংলাদেশ একাডেমি ফর সিকিউরিটিজ মার্কেটস এর বোর্ড অব গভর্নরস এর চেয়ারম্যান ড. এম. খায়রুল হোসেন। সভাপতির বক্তব্যে তিনি বলেন, টেকসই উন্নয়নের জন্য টেকসই অর্থায়ন ও বিনিয়োগ প্রয়োজন। এ ক্ষেত্রে গ্রীন বন্ড ইস্যুর মাধ্যমে পুঁজিবাজার হতে অর্থ উত্তোলনের উপর গুরুত্বারোপ করেন। তিনি বাংলাদেশে নবায়ন যোগ্য জ্বালানী ও এর পরিমিত ব্যবহার, গ্রীন বিল্ডিং এবং গ্রীন পরিবহন অবকাঠামোতে গ্রীন ফাইন্যান্সিং এর সম্ভাবনার কথা উল্লেখ করেন। এছাড়াও গ্রীন বন্ডসহ সামগ্রিক বন্ড মার্কেট উন্নয়নের জন্য সম্প্রতি গৃহীত কমিশনের বিভিন্ন পদক্ষেপের কথা উল্লেখ করেন। এ সময় সকলের মাঝে আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তাবৃন্দ ও কমিশনের কমিশনারবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন কমিশনের নির্বাহী পরিচালক ও বিএএসএম এর
মহা-পরিচালক জনাব মোঃ মাহবুবুল আলম

অনুষ্ঠানের শুরুতে স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনের নির্বাহী পরিচালক ও বাংলাদেশ একাডেমি ফর সিকিউরিটিজ মার্কেটস এর  মহা-পরিচালক জনাব মোঃ মাহবুবুল আলম। সেমিনারে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন বিএসইসি'র পরিচালক ও বিএএসএম এর অতিরিক্ত মহা-পরিচালক জনাব মোহাম্মদ রেজাউল করিম। মূল প্রবন্ধে গ্রীন বন্ড সম্পর্কে সার্বিক ধারণা প্রদান  করেন এবং বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে গ্রীন বন্ডের সম্ভাবনা ও প্রতিবন্ধকতাসমূহ নিয়ে আলোচনা করা হয়।

Introducing Green Bond in Bangladeshশীর্ষক সেমিনারের টেকনিক্যাল সেশন পর্বে  উপস্থিত  অতিরিক্ত সচিব জনাব অরিজিৎ চৌধুরী, বিএসইসি'র কমিশনার ড. স্বপন কুমার বালা, এনবিআর এর সদস্য (করনীতি) জনাব মোঃ আলমগীর হোসেন, আইডিআর এর সদস্য ড. এম মোশাররফ হোসেন এবং নির্বাহী পরিচালক ও বিএএসএম এর ডিজি জনাব মোঃ মাহবুবুল আলম

সেমিনারের টেকনিক্যাল সেশন পর্বে" Prospect and challenges on Introducing Green Bond in Bangladesh" এর উপর প্যানেল আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। প্যানেল আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের অতিরিক্ত সচিব জনাব অরিজিৎ চৌধুরী, বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনের কমিশনার ড. স্বপন কুমার বালা, জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সদস্য (করনীতি) জনাব মোঃ আলমগীর হোসেন এবং বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষের সদস্য ড. এম মোশাররফ হোসেন। এ সেশনটি পরিচালনা করেন বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ  কমিশনের নির্বাহী পরিচালক ও বাংলাদেশ একাডেমি ফর সিকিউরিটিজ মার্কেটস এর মহা-পরিচালক জনাব মোঃ মাহবুবুল আলম। এই পর্বে বিভিন্ন সরকারি প্রতিষ্ঠান, স্টক এক্সচেঞ্জ, ব্যাংক, নন-ব্যাংক ফিন্যান্সিয়াল ইন্সটিটিউট, মার্চেন্ট ব্যাংকার, এ্যাসেট ম্যানেজম্যান্ট কোম্পানিজ এবং ফান্ড ম্যানেজারদের প্রতিনিধিসহ প্রায় ১৫০ জন উপস্থিত ছিলেন এবং অনেকে গ্রীনবন্ডের বিষয়ে তাদের মূল্যবান মতামত প্রদান করেন।

## ৫.৩ মানিলন্ডারিং এবং সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন প্রতিরোধ বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য প্রশিক্ষণ কর্মশালা- ২০১৯

৮ নভেম্বর ২০১৯ ইং তারিখে মানিলন্ডারিং এবং সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন প্রতিরোধ বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য প্রশিক্ষণ কর্মশালা- ২০১৯” এ প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্যরত কমিশনের চেয়ারম্যান ড. এম. খায়রুল হোসেন

৮ নভেম্বর ২০১৯ ইংতারিখে বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন কর্তৃক হোটেল রয়েল টিউলিপ সি পার্ল বিচ রিসোর্ট, ইনানী, কক্সবাজার এ “মানিলন্ডারিং এবং সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন প্রতিরোধ বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য প্রশিক্ষণ কর্মশালা-২০১৯” শীর্ষক একটি কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কমিশনের চেয়ারম্যান ড. এম. খায়রুল হোসেন এবং বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কমিশনের কমিশনার অধ্যাপক মো. হেলাল উদ্দিন নিজামী, ড. স্বপন কুমার বালা ও জনাব খোন্দকার কামালউজ্জামান । কমিশনের বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মচারীবৃন্দ কর্মশালায় অংশ গ্রহণ করেন। অনুষ্ঠানের শুরুতে স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন নির্বাহী পরিচালক মিসেস রুকসানা চৌধুরী । ড. এম. খায়রুল হোসেন প্রধান অতিথির বক্তব্যে বিষয়টির গুরুত্ব তুলে ধরেন এবং অনুষ্ঠানের শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করেন। মিসেস রুকসানা চৌধুরী মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন । মূল প্রবন্ধে মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ আইন ২০১২, সন্ত্রাস বিরোধী (সংশোধন) আইন, ২০১৩ , মানিলন্ডারিং প্রতিরোধের প্রয়োজনীয়তা, মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ বিধিমালা, ২০১৯ অনুসারে নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষের দায়-দায়িত্ব (বিধি-৩২) ইত্যাদি সার্বিক বিষয় সম্পর্কে আলোচনা করেন।

## ৫.৪ জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়নের নিমিত্ত প্রশিক্ষণ কর্মশালা ২০১৯-২০২০

প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্যরত কমিশনের চেয়ারম্যান ড. এম. খায়রুল হোসেন

৯ নভেম্বর, ২০১৯ ইংতারিখে বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন কর্তৃক হোটেল রয়েল টিউলিপ সি পার্ল বিচ রিসোর্ট, ইনানী, কক্সবাজার এ "জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়নের নিমিত্ত প্রশিক্ষণ কর্মশালা, ২০১৯-২০২০" শীর্ষক একটি কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কমিশনের চেয়ারম্যান ড. এম. খায়রুল হোসেন এবং বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কমিশনের কমিশনার অধ্যাপক মো. হেলাল উদ্দিন নিজামী, ড. স্বপন কুমার বালা ও জনাব খোন্দকার কামালউজ্জামান। কমিশনের বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মচারীবৃন্দ কর্মশালায় অংশ গ্রহণ করেন। অনুষ্ঠানের শুরুতে স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন নির্বাহী পরিচালক মিসেস রুকসানা চৌধুরী। ড. এম. খায়রুল হোসেন প্রধান অতিথির বক্তব্যে জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশলের গুরুত্ব তুলে ধরেন এবং অনুষ্ঠানের শুভ উদ্বোধন করেন। মিসেস রুকসানা চৌধুরী মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন। মূল প্রবন্ধে বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনে জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়নের লক্ষ্যে কর্মপরিকল্পনা ২০১৯-২০২০, জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়নের প্রয়োজনীয়তা ইত্যাদি সার্বিক আলোচনা করেন।

## ৬. ক্যাপিটাল মার্কেট রেগুলেটরি রিফর্মস অ্যান্ড কমপ্লায়েন্স (সিএমআরআরসি)

এ সময়ে নিম্নোক্ত সংশোধনী /আদেশ /নির্দেশনা জারি করা হয়েছে :

| ক্রমিক | বিষয় | শ্রেনী বিভাগ | সূত্র নং |
|---|---|---|---|
| ১. | স্টক এক্সচেঞ্জে সিকিউরিটিজের মূল্য হ্রাস-বৃদ্ধি সম্পর্কিত | আদেশ | বিএসইসি/সিএমআরআরসিডি/২০০১-০৭/২২৯/ তারিখ ১৪ নভেম্বর ২০১৯ |
| ২. | আদেশ নং এসইসি/সিএফডি/২০০১/ প্রশাসন/০২-০৩ তারিখ ০৪ অক্টোবর ২০০১ বাতিল করা প্রসঙ্গে। | আদেশ | বিএসইসি/সিএমআরআরসিডি/২০০১-০৭/২৩০/ তারিখ ১৪ নভেম্বর ২০১৯ |
| ৩. | সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন (মার্চেন্ট ব্যাংকার ও পোর্টফোলিও ম্যানেজার) বিধিমালা, ১৯৯৬ এর সংশোধন | প্রজ্ঞাপন | বিএসইসি/সিএমআরআরসিডি/২০০১-৫০/২৩১/প্রশাসন/১০০ তারিখ ১০ ডিসেম্বর ২০১৯ |
| ৪. | বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন (অলটারনেটিভ ট্রেডিং সিস্টেম) রুলস, ২০১৯ | প্রজ্ঞাপন | বিএসইসি/সিএমআরআরসিডি/২০০১-১৬/২৩২/প্রশাসন/১০১ তারিখ ৩১ ডিসেম্বর ২০১৯ |

# ৭. কর্পোরেট ফাইন্যান্স

| ক্রমিক নং | বিবরণ | গৃহীত ব্যবস্থা | কোম্পানির সংখ্যা |
|---|---|---|---|
| ১. | IPO/RPO/ Rights Issue/ Convertible Preference Shares এর তহবিল ব্যবহার প্রসঙ্গে প্রতিবেদন | IPO/RPO/ Rights Issue/Convertible Preference Shares এর মাধ্যমে উত্তোলিত তহবিল ব্যবহার সংক্রান্ত প্রতিবেদন/নিরীক্ষা প্রতিবেদন কমিশন কর্তৃক গৃহীত হয়েছে | ০২ |
| | | ব্যাখ্যা প্রদানের জন্য ইস্যুয়ারদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে | ০১ |
| | | সিকিউরিটিজ আইনের বিধানসমূহ পরিপালন না করায় ইস্যুয়ারের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহনের জন্য এনফোর্সমেন্ট বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে | ০১ |
| | | সিকিউরিটিজ আইনের বিধানসমূহ পরিপালন না করায় নিরীক্ষকের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহনের জন্য এনফোর্সমেন্ট বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে | ০১ |
| ২. | জুন ৩০, ২০১৬; ২০১৭; ২০১৮ এবং ২০১৯ তারিখে সমাপ্ত অর্থ বছরের নিরীক্ষিত আর্থিক হিসাব বিবরণীসমূহ দাখিলের সময় বর্ধিতকরণ | সময় বৃদ্ধি করা হয়েছে | ০৭ |
| | | সময় বৃদ্ধি করা হয়নি | ০৯ |
| | | যথাসময়ে নিরীক্ষিত আর্থিক হিসাব বিবরণী কমিশনে দাখিল না করায় এনফোর্সমেন্ট বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে। | ১৬ |
| ৩. | জুন ৩০, ২০১৭ এবং ২০১৯ তারিখে সমাপ্ত অর্থ বছরের নিরীক্ষিত আর্থিক হিসাব বিবরণীসমূহ | ব্যাখ্যা প্রদানের জন্য ইস্যুয়ারকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। | ০২ |
| | | আর্থিক বিবরণীতে প্রদত্ত তথ্য সম্পর্কে ইস্যুয়ারদের ব্যাখ্যা কমিশন কর্তৃক গৃহীত হয়েছে | ০৩ |
| | | সিকিউরিটিজ আইনের বিধানসমূহ পরিপালন না করায় ইস্যুয়ারের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহনের জন্য এনফোর্সমেন্ট বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে | ০২ |
| | | সিকিউরিটিজ আইনের বিধানসমূহ পরিপালন না করায় নিরীক্ষকের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহনের জন্য এনফোর্সমেন্ট বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে | ০১ |
| ৪. | সেপ্টেম্বর ৩০, ২০১৬; ২০১৭; ২০১৮ এবং ২০১৯ তারিখে সমাপ্ত ১ম প্রান্তিকের ত্রৈমাসিক নিরীক্ষিত/অনিরীক্ষিত আর্থিক হিসাব বিবরণীসমূহ দাখিলের সময় বর্ধিতকরণ | সময় বৃদ্ধি করা হয়েছে | ০৬ |
| | | ত্রৈমাসিক অনিরীক্ষিত আর্থিক হিসাব বিবরণী যথাসময়ে দাখিল না করায় এনফোর্সমেন্ট বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে | ১৪ |
| ৫. | ডিসেম্বর ৩১, ২০১৫; ২০১৬; ২০১৭; ২০১৮ এবং ২০১৯ তারিখে সমাপ্ত ২য় প্রান্তিকের ত্রৈমাসিক নিরীক্ষিত/অনিরীক্ষিত আর্থিক হিসাব বিবরণীসমূহ দাখিলের সময় বর্ধিতকরণ | সময় বৃদ্ধি করা হয়েছে | ০১ |
| | | ত্রৈমাসিক অনিরীক্ষিত আর্থিক হিসাব বিবরণী যথাসময়ে দাখিল না করায় এনফোর্সমেন্ট বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে | ১৫ |
| ৬. | মার্চ ৩১, ২০১৬; ২০১৭; ২০১৮ এবং ২০১৯ তারিখে সমাপ্ত ৩য় প্রান্তিকের ত্রৈমাসিক নিরীক্ষিত/অনিরীক্ষিত আর্থিক হিসাব বিবরণীসমূহ দাখিলের সময় বর্ধিতকরণ | ত্রৈমাসিক অনিরীক্ষিত আর্থিক হিসাব বিবরণী যথাসময়ে দাখিল না করায় এনফোর্সমেন্ট বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে | ১৪ |
| ৭. | নিরপেক্ষ পরিচালক নিয়োগ | সম্মতি দেয়া হয়েছে | ০৭ |
| | | সম্মতি দেয়া হয়নি | ০২ |

## ৮. ক্যাপিটাল ইস্যু

- **মূলধন উত্তোলনের অনুমোদনপ্রাপ্ত পাবলিক লিমিটেড কোম্পানিসমূহের তালিকা :**

| ক্র: | কোম্পানির নাম | অনুমোদনের তারিখ | পরিমাণ (টাকা) |
|---|---|---|---|
| ১ | পাওয়ার গ্রীড কোম্পানি অফ বাংলাদেশ লিমিটেড | ২৭.১১.২০১৯ | ২,৫১৮,১৪০,০০০ |
| | **মোট টাকা** | | ২,৫১৮,১৪০,০০০ |

- **বন্ড ও ডিবেঞ্চার ইস্যুর মাধ্যমে মূলধন উত্তোলনের অনুমোদনপ্রাপ্ত কোম্পানিসমূহের তালিকা :**

| ক্র: নং | কোম্পানির নাম | অনুমোদনের তারিখ | পরিমাণ |
|---|---|---|---|
| ১ | পূবালী ব্যাংক লিমিটেড | ৩১.১০.২০১৯ | ৭,৫০০,০০০,০০০ |
| ২ | ইউনাইটেড ফাইন্যান্স লিমিটেড | ৩১.১০.২০১৯ | ১,০০০,০০০,০০০ |
| ৩ | নর্থ-ওয়েস্ট পাওয়ার জেনারেশন কোম্পানি লিমিটেড | ১৯.১১.২০১৯ | ১০,০০০,০০০,০০০ |
| ৪ | ইসলামি ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড | ২৭.১১.২০১৯ | ৬,০০০,০০০,০০০ |
| ৫ | মিউচ্যুয়াল ট্রাষ্ট ব্যাংক লিমিটেড | ৩১.১২.২০১৯ | ৫,০০০,০০০,০০০ |
| | **মোট টাকা** | | **২৯,৫০০,০০০,০০০** |

**রাইট শেয়ার মাধ্যমে মূলধন উত্তোলনের অনুমোদনপ্রাপ্ত কোম্পানির তালিকা:**

| ক্রমিক | কোম্পানির নাম | অনুমোদনের তারিখ | টাকা |
|---|---|---|---|
| ০১ | গোল্ডেন হার্ভেস্ট এগ্রো ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড | ০১.১০.২০১৯ | ৮৯৯,৩২৩,৪২০.০০ |

# ৯. সার্ভেইল্যান্স

**দৈনন্দিন বাজার সার্ভেইল্যান্স :**

দৈনন্দিন পুঁজিবাজার সার্ভেইল্যান্স এর অংশ হিসাবে সার্ভেইল্যান্স বিভাগের কর্মকর্তাগণ স্টক এক্সচেঞ্জের দৈনন্দিন লেনদেন কর্মকান্ডের ক্ষেত্রে কোনরূপ অনিয়ম, সন্দেহজনক লেনদেন এবং বাজার আচরণ বিধির পরিপন্থী কোন কিছু ঘটে থাকলে তা কমিশনের সার্ভেইল্যান্স সিস্টেম "InstantWatch Market" ব্যবহারপূর্বক পর্যবেক্ষণ ও তদারকীর মাধ্যমে নির্ণয় করে থাকেন। দৈনিক লেনদেন শেষে একটি দৈনিক প্রতিবেদন তৈরি করা হয়, যেখানে প্রতিদিনের লেনদেনের একটি সার-সংক্ষেপ তুলে ধরা হয়। উক্ত প্রতিবেদনের অনুলিপি চেয়ারম্যান, কমিশনারগণ এবং সংশ্লিষ্ট নির্বাহী পরিচালককে সরবরাহ করা হয়।

**তদন্ত ও অনুসন্ধান :**

সিকিউরিটিজ লেনদেনে স্বচ্ছতা ও বিনিয়োগকারীদের স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য সন্দেহজনক ও কারসাজিমূলক লেনদেনের তদন্ত ও অনুসন্ধানের মাধ্যমে সিকিউরিটিজ সংক্রান্ত সকল আইন কানুন এর প্রয়োগ নিশ্চিত করা প্রয়োজন। জুলাই- সেপ্টম্বর ২০১৯ সময়কালে ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ লিমিটেড (ডিএসই) এবং চট্রগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জ লিমিটেড (সিএসই) সিকিউরিটিজ লেনদেন সম্পর্কিত সর্বমোট ১৪ টি অনুসন্ধান প্রতিবেদন কমিশনের নিকট দাখিল করে।

অক্টোবর - ডিসেম্বর  ২০১৯ সময়কালে "Instant Watch" Market Surveillance System এ যেসব শর্ট-সেল এলার্ট পরিলক্ষিত হয়েছে, বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনের নির্দেশনা মোতাবেক ঐ সকল এলার্ট এর উপর অনুসন্ধানপূর্বক ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ লিমিটেড ও চট্রগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জ লিমিটেড কমিশনের নিকট প্রতিবেদন দাখিল করেছে।

# ১০. নিবন্ধন

নিবন্ধন বিভাগ স্টক-ব্রোকার, স্টক-ডিলার, অনুমোদিত প্রতিনিধি, মার্চেন্ট ব্যাংকার, ক্রেডিট রেটিং এজেন্সি, সম্পদ ব্যবস্থাপক, ডিপজিটরি অংশগ্রহণকারী, ফান্ড ম্যানেজার, ট্রাস্টি, কাস্টডিয়াল এর সনদ প্রদান এবং নবায়ন সংশ্লিষ্ট সকল কার্যক্রম সম্পাদন করে থাকে। এ সময়ে নিম্নোক্ত সনদ ইস্যু ও নবায়ন করা হয়েছেঃ-

| ক্রমিক | ইস্যুকৃত সনদের ধরন | ইস্যুকৃত সনদের সংখ্যা | নবায়নকৃত সনদের সংখ্যা | শাখা অনুমোদন | অফিস স্থানান্তর |
|---|---|---|---|---|---|
| ০১। | স্টক ডিলার (i) | ০০(ডিএসই) | ২৪ | ০৩ | ০২ |
| | | ০০ (সিএসই) | ৩৮ | -- | -- |
| ০২। | স্টক ব্রোকার (i) | ০০(ডিএসই) | ২৬ | -- | -- |
| | | ০০(সিএসই) | ৪৩ | -- | -- |
| ০৩। | অনুমোদিত প্রতিনিধি (i) | ০১(ডিএসই) | ১২৭ | -- | -- |
| | | ০০ (সিএসই) | -- | -- | -- |
| ০৪। | মার্চেন্ট ব্যাংকার (ii) | -- | -- | -- | -- |
| ০৫। | সম্পদ ব্যবস্থাপক (iii) | -- | -- | -- | -- |
| ০৬। | সিকিউরিটিজ কাস্টডিয়াল (iv) | -- | -- | -- | -- |
| ০৭। | ডিপজিটরি অংশগ্রহণকারী (v) | ০১(সিডিবিএল) | -- | -- | -- |
| ০৮। | ডেট সিকিউরিটিজ এর জন্য ট্রাস্টি (vi) | ০৩ | -- | -- | -- |
| ০৯। | ফান্ড ম্যানেজার (vii) | -- | -- | -- | -- |
| ১০। | ট্রাস্টি (vii) | -- | -- | -- | -- |
| ১১। | মিউচ্যুয়াল ফান্ড জন্য কাস্টডিয়াল (iii) | -- | -- | -- | -- |

- নিবন্ধন বিভাগ যেসকল বিধিমালা/প্রবিধানমালার অধিনে কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে তার তালিকা নিম্নরূপঃ

i. সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন (স্টক ডিলার, স্টক ব্রোকার ও অনুমোদিত প্রতিনিধি) বিধিমালা, ২০০০;
ii. সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন (মার্চেন্ট ব্যাংকার ও পোর্টফোলিও ম্যানেজার) বিধিমালা, ১৯৯৬;
iii. সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন (মিউচ্যুয়াল ফান্ড), বিধিমালা, ২০০১;
iv. সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন (সিকিউরিটিজ কাস্টডিয়াল সেবা) বিধিমালা, ২০০৩;
v. ডিপজিটরি (ব্যবহারিক) প্রবিধানমালা, ২০০৩;
vi. Securities and Exchange Commission (Private Placement of Debt Securities) Rules, 2012;
vii. Securities and Exchange Commission (Alternative Investment) Rules, 2015;

ডিএসই= ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ লিঃ
সিএসই=চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জ লিঃ
সিডিবিএল=সেন্ট্রাল ডিপজিটরি বাংলাদেশ লিঃ

## ১১. মিউচ্যুয়াল ফান্ড অ্যান্ড এসপিভি (এমএফ অ্যান্ড এসপিভি)

এ সময়ে নিম্নোক্ত কার্যাবলি সম্পাদন করা হয়েছে:

(১) **অলটারনেটিভ ইনভেস্টমেন্ট ফান্ড** অনুমোদন সংক্রান্ত কার্যক্রম:

| ক্রমিক | ফান্ডের নাম | অনুমোদনের তারিখ | টাকার পরিমাণ (কোটি টাকায়) |
|---|---|---|---|
| ১ | মসলিন ভিসি ফান্ড-১ | ০১.১২.২০১৯ | ১০.০০ |

## ১২. সুপারভিশন অ্যান্ড রেগুলেশন অব মার্কেটস অ্যান্ড ইস্যুয়ার কোম্পানিজ (এসআরএমআইসি)

| ক্রমিক | কোম্পানির নাম | বছর | এজিএম তারিখ | লভ্যাংশ | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | নগদ | নগদ |
| ১ | ন্যাশনাল পলিমার ইন্ডাস্ট্রিজ লি | ২০১৯০৬ | ১৫/১০/১৯ | - | ২২% |
| ২ | এ্যাপেক্স ট্যানারি লি | ২০১৯০৬ | ২১/১০/১৯ | ৩৫ | - |
| ৩ | আর্গন ডেনিমস্ লিমিটেড | ২০১৯০৬ | ২৮/১০/১৯ | ১০ | ৫% |
| ৪ | ইভিন্স টেক্সটাইল লিমিটেড | ২০১৯০৬ | ২৮/১০/১৯ | ২ | ১০% |
| ৫ | ইউনাইটেড পাওয়ার জেনারেশন এন্ড ডিসটিবিউশন কোম্পানি লিমিটেড | ২০১৯০৬ | ০৫/১১/১৯ | ১৩০ | ১০% |
| ৬ | কেডিএস এক্সেসরিস্ লিমিটেড | ২০১৯০৬ | ০৭/১১/১৯ | ১০ | ৫% |
| ৭ | দি পেনিনসুলা চিটাগং লিমিটেড | ২০১৯০৬ | ০৭/১১/১৯ | ৭.৫ | - |
| ৮ | এ্যাপেক্স ফুটওয়ার লি | ২০১৯০৬ | ১২/১১/১৯ | ৫৫ | - |
| ৯ | ইস্টার্ন হাউজিং লি | ২০১৯০৬ | ১৪/১১/১৯ | ২০ | - |
| ১০ | দি ইবনে সিনা ফার্মাসিউটিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিজ লি | ২০১৯০৬ | ১৪/১১/১৯ | ৩০ | - |
| ১১ | জেএমআই সিরিঞ্জস্ ও মেডিকেল ডিভাইস লিঃ | ২০১৯০৬ | ২৩/১১/১৯ | ৩০ | - |
| ১২ | বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশন | ২০১৯০৬ | ২৪/১১/১৯ | ১০ | - |
| ১৩ | সামিট পাওয়ার লি | ২০১৯০৬ | ২৪/১১/১৯ | ৩৫ | - |
| ১৪ | সিলভা ফার্মাসিউটিক্যালস লিমিটেড | ২০১৯০৬ | ২৫/১১/১৯ | ৬.০০ | ৫% |
| ১৫ | বাংলাদেশ সাবমেরিন ক্যাবল কোম্পানি লি | ২০১৯০৬ | ২৬/১১/১৯ | ১৬ | - |
| ১৬ | খুলনা পাওয়ার কোম্পানি লি | ২০১৯০৬ | ০১/১২/১৯ | ৪০ | - |
| ১৭ | বাংলাদেশ ল্যাম্পস লি | ২০১৯০৬ | ০৪/১২/১৯ | ২০ | - |
| ১৮ | ইনফরমেশন টেকনোলজি কনসালটেন্টস লিমিটেড | ২০১৯০৬ | ০৫/১২/১৯ | ৫ | ৭% |
| ১৯ | এমজেএল বাংলাদেশ লি | ২০১৯০৬ | ০৫/১২/১৯ | ৪৫ | - |
| ২০ | মুন্নু জুট স্টাফলার লি | ২০১৯০৬ | ০৫/১২/১৯ | - | ২০% |
| ২১ | রংপুর ডেইরী এন্ড ফুড প্রোডাক্টস লি: | ২০১৯০৬ | ০৭/১২/১৯ | - | ৫% |
| ২২ | শ্যামপুর সুগার মিলস লি | ২০১৯০৬ | ০৭/১২/১৯ | - | - |
| ২৩ | নর্দান জুট মেনুফ্যাক্চারিং কোম্পানি লি | ২০১৯০৬ | ০৮/১২/১৯ | ১০০ | - |
| ২৪ | প্যারামাউন্ট টেক্সটাইল লিমিটেড | ২০১৯০৬ | ০৯/১২/১৯ | ৭ | ৯% |
| ২৫ | আজিজ পাইপস লি | ২০১৯০৬ | ১১/১২/১৯ | ৭ | - |
| ২৬ | অ্যাডভেন্ট ফার্মা লিমিটেড | ২০১৯০৬ | ১২/১২/১৯ | ২ | ১০% |
| ২৭ | অগ্নি সিস্টেমস লি | ২০১৯০৬ | ১২/১২/১৯ | ৭ | - |
| ২৮ | অলটেক্স ইন্ডাস্ট্রিজ লি | ২০১৯০৬ | ১২/১২/১৯ | - | - |
| ২৯ | আমান কটন ফাইবার্স লিমিটেড | ২০১৯০৬ | ১২/১২/১৯ | ১০ | - |
| ৩০ | এ্যাপেক্স ফুডস্ লি | ২০১৯০৬ | ১২/১২/১৯ | ২০ | - |
| ৩১ | এ্যাপেক্স স্পিনিং ও নিটিং মিলস্ লি | ২০১৯০৬ | ১২/১২/১৯ | ২০ | - |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ৩২ | বেঙ্গাল উইন্ডসর থার্মপ্লাস্টিকস লিঃ | ২০১৯০৬ | ১২/১২/১৯ | ৫ | - |
| ৩৩ | ডরিন পাওয়ার জেনারেশন্স এন্ড সিস্টেম লিমিটেড | ২০১৯০৬ | ১২/১২/১৯ | ১৭ | ১৩% |
| ৩৪ | ফার ইস্ট নিটিং এন্ড ডাইং ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড | ২০১৯০৬ | ১২/১২/১৯ | ৫ | ৫% |
| ৩৫ | ফাইন ফুডস লি: | ২০১৯০৬ | ১২/১২/১৯ | ২ | - |
| ৩৬ | ইফাদ অটোস্ লিমিটেড | ২০১৯০৬ | ১২/১২/১৯ | ১০ | - |
| ৩৭ | ইন্দো-বাংলা ফার্মাসিউটিক্যালস লিমিটেড | ২০১৯০৬ | ১২/১২/১৯ | ২ | ৯% |
| ৩৮ | ইনফর্মেশন সার্ভিসেস নেটওয়ার্ক লি | ২০১৯০৬ | ১২/১২/১৯ | ২ | - |
| ৩৯ | মতিন স্পিনিং মিলস্ লি: | ২০১৯০৬ | ১২/১২/১৯ | ১৫ | - |
| ৪০ | প্যাসিফিক ডেনিমস্ লিমিটেড | ২০১৯০৬ | ১২/১২/১৯ | - | ১৪% |
| ৪১ | পদ্মা ইসলামী লাইফ ইন্সুরেন্স লি: | ২০১৮১২ | ১২/১২/১৯ | - | - |
| ৪২ | কাসেম ইন্ডাস্ট্রিস লি | ২০১৯০৬ | ১২/১২/১৯ | ৫ | ৭% |
| ৪৩ | সায়হাম কটন মিলস লি | ২০১৯০৬ | ১২/১২/১৯ | ১০ | - |
| ৪৪ | সায়হাম টেক্সটাইল মিলস্ লি | ২০১৯০৬ | ১২/১২/১৯ | ১০ | - |
| ৪৫ | স্যালভো ক্যামিকেল ইন্ডাস্ট্রিজ লি | ২০১৯০৬ | ১২/১২/১৯ | - | - |
| ৪৬ | স্কয়ার ফার্মাসিউটিক্যালস লি | ২০১৯০৬ | ১২/১২/১৯ | ৪২ | ৭% |
| ৪৭ | স্কয়ার টেক্সটাইল লি | ২০১৯০৬ | ১২/১২/১৯ | ২০ | - |
| ৪৮ | সামিট এলায়েন্স পোর্ট লি | ২০১৯০৬ | ১২/১২/১৯ | ৬ | ৪% |
| ৪৯ | দি এক্মি ল্যাবরেটরিজ লিমিটেড | ২০১৯০৬ | ১২/১২/১৯ | ৩৫ | - |
| ৫০ | ওয়েস্টান মেরিন শিপইয়ার্ড লিমিটেড | ২০১৯০৬ | ১২/১২/১৯ | - | ১৫% |
| ৫১ | ড্রাগন সোয়টার এন্ড স্পিনিং লিমিটেড | ২০১৯০৬ | ১৪/১২/১৯ | - | ১০% |
| ৫২ | জি কিউ বলপেন ইন্ডাস্ট্রিজ লি | ২০১৯০৬ | ১৪/১২/১৯ | ১০ | - |
| ৫৩ | রেনউইক যজ্ঞেশ্বর এন্ড কোম্পানি (বাংলাদেশ) লি | ২০১৯০৬ | ১৪/১২/১৯ | - | - |
| ৫৪ | বাংলাদেশ অটোকারস লি | ২০১৯০৬ | ১৫/১২/১৯ | ১০ | - |
| ৫৫ | বাংলাদেশ থাই অ্যালুমিনিয়াম লি | ২০১৯০৬ | ১৫/১২/১৯ | - | - |
| ৫৬ | কোহিনূর ক্যামিকেলস্ কোম্পানি (বাংলাদেশ) লি: | ২০১৯০৬ | ১৫/১২/১৯ | ২০ | ২০% |
| ৫৭ | ওরিয়ন ইনফিউশন লি | ২০১৯০৬ | ১৫/১২/১৯ | ১৪ | - |
| ৫৮ | ওরিয়ন ফার্মা লিঃ | ২০১৯০৬ | ১৫/১২/১৯ | ১৫ | - |
| ৫৯ | স্টাইলক্রাফট লি: | ২০১৯০৬ | ১৫/১২/১৯ | - | ১৫০% |
| ৬০ | রানার অটোমোইলস | ২০১৯০৬ | ১৭/১২/১৯ | ১০ | ৫% |
| ৬১ | আলিফ ইন্ডাস্ট্রিস লিমিটেড | ২০১৯০৬ | ১৮/১২/১৯ | ৩ | ৭%বি |
| ৬২ | আলিফ ম্যানুফেকচারিং কোম্পানি লি | ২০১৯০৬ | ১৮/১২/১৯ | ২ | ৮% |
| ৬৩ | ফু-ওয়াং ফুডস লি | ২০১৯০৬ | ১৮/১২/১৯ | ২ | - |
| ৬৪ | জিবিবি পাওয়ার লি | ২০১৯০৬ | ১৮/১২/১৯ | ১০ | - |
| ৬৫ | কে এন্ড কিউ (বাংলাদেশ) লি | ২০১৯০৬ | ১৮/১২/১৯ | ৭.৫ | - |
| ৬৬ | সোনারগাঁ টেক্সটাইল লি | ২০১৯০৬ | ১৮/১২/১৯ | ৩ | - |
| ৬৭ | আমান ফীড লি | ২০১৯০৬ | ১৯/১২/১৯ | ১২.৫ | - |
| ৬৮ | বাংলাদেশ স্টিল রি-রোলিং মিলস্ লিমিটেড | ২০১৯০৬ | ১৯/১২/১৯ | ২৫ | - |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ৬৯ | বিএসআরএম স্টিলস লি | ২০১৯০৬ | ১৯/১২/১৯ | ২৫ | - |
| ৭০ | দেশ গার্মেন্টস লি. | ২০১৯০৬ | ১৯/১২/১৯ | - | ১০% |
| ৭১ | দুলামিয়া কটন স্পিনিং মিলস্ লি | ২০১৯০৬ | ১৯/১২/১৯ | - | - |
| ৭২ | জেমিনী সী ফুড লি | ২০১৯০৬ | ১৯/১২/১৯ | - | ১০% |
| ৭৩ | গ্লোবাল হেভি কেমিক্যালস লিমিটেড | ২০১৯০৬ | ১৯/১২/১৯ | ৫ | - |
| ৭৪ | কাট্টালি টেক্সটাইল লিমিটেড | ২০১৯০৬ | ১৯/১২/১৯ | ২ | ১০% |
| ৭৫ | এম আই সিমেন্ট ফ্যাক্টরী লি | ২০১৯০৬ | ১৯/১২/১৯ | ১০ | - |
| ৭৬ | এম.এল ডাইং | ২০১৯০৬ | ১৯/১২/১৯ | ৫ | ১৫% |
| ৭৭ | মেঘনা সিমেন্ট মিলস্ লি | ২০১৯০৬ | ১৯/১২/১৯ | ১০ | ৫% |
| ৭৮ | মুন্নু সিরামিক ইন্ডাস্ট্রিজ লি | ২০১৯০৬ | ১৯/১২/১৯ | ১০ | ১০% |
| ৭৯ | নুরানী ডাইং এন্ড সোয়েটার লিমিটেড | ২০১৯০৬ | ১৯/১২/১৯ | - | ১০% |
| ৮০ | ওআইমেক্স ইলেকট্রোডস লিমিটেড | ২০১৯০৬ | ১৯/১২/১৯ | - | ১২.৫০% |
| ৮১ | শাশা ডেনিম্ লিমিটেড | ২০১৯০৬ | ১৯/১২/১৯ | ৫ | ৫% |
| ৮২ | ভিএফএস থ্রেড ডাইং লিমিটেড | ২০১৯০৬ | ১৯/১২/১৯ | ৬ | ১০% |
| ৮৩ | উসমানিয়া গ্লাস শিট ফ্যাক্টরি লি | ২০১৯০৬ | ২০/১২/১৯ | - | - |
| ৮৪ | এ্যাগ্রিকালচারাল মার্কেটিং কোম্পানি লি | ২০১৯০৬ | ২১/১২/১৯ | ৩২ | - |
| ৮৫ | বাংলাদেশ বিল্ডিং সিস্টেমস্ লি | ২০১৯০৬ | ২১/১২/১৯ | - | ১০% |
| ৮৬ | বাংলাদেশ এক্সপোর্ট ইম্পোর্ট কোম্পানি লি: | ২০১৯০৬ | ২১/১২/১৯ | ৫ | - |
| ৮৭ | বিবিএস ক্যাবলস লিমিটেড | ২০১৯০৬ | ২১/১২/১৯ | ১০ | ১০% |
| ৮৮ | বেক্সিমকো ফার্মাসিউটিক্যালস লি | ২০১৯০৬ | ২১/১২/১৯ | ১৫ | - |
| ৮৯ | বেক্সিমকো সিনথেটিক্স লি | ২০১৯০৬ | ২১/১২/১৯ | - | - |
| ৯০ | এনভয় টেক্সটাইলস্ লিমিটেড | ২০১৯০৬ | ২১/১২/১৯ | ১৫ | - |
| ৯১ | (জেনারেসন নেক্সট ফ্যাশানস্ লিমিটেড | ২০১৯০৬ | ২১/১২/১৯ | - | - |
| ৯২ | ইনভেস্টমেন্ট কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ | ২০১৯০৬ | ২১/১২/১৯ | - | ১০% |
| ৯৩ | খান ব্রাদাস্ পি.পি. ওভেন ব্যাগ ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড | ২০১৯০৬ | ২১/১২/১৯ | - | - |
| ৯৪ | মালেক স্পিনিং মিলস্ লি | ২০১৯০৬ | ২১/১২/১৯ | ১০ | - |
| ৯৫ | নাহি অ্যালুমিনিয়াম কোম্পোসাইট প্যানেল লিমিটেড | ২০১৯০৬ | ২১/১২/১৯ | ৫ | ১০% |
| ৯৬ | প্রিমিয়ার সিমেন্ট মিলস্ লি | ২০১৯০৬ | ২১/১২/১৯ | ১০ | - |
| ৯৭ | রহিম টেক্সটাইল মিলস্ লি | ২০১৯০৬ | ২১/১২/১৯ | ২০ | ১০% |
| ৯৮ | রংপুর ফাউন্ড্রী লি | ২০১৯০৬ | ২১/১২/১৯ | ২৩ | - |
| ৯৯ | রেনেটা লি | ২০১৯০৬ | ২১/১২/১৯ | ১০০ | ১০% |
| ১০০ | শাইন পুকুর সিরামিক্স লি | ২০১৯০৬ | ২১/১২/১৯ | - | - |
| ১০১ | ইয়াকিন পলিমার লিমিটেড | ২০১৯০৬ | ২১/১২/১৯ | - | ৫% |
| ১০২ | জিল বাংলা সুগার মিলস্ লিঃ | ২০১৯০৬ | ২১/১২/১৯ | - | - |
| ১০৩ | আনলিমা ইয়ার্ন ডাইং লি: | ২০১৯০৬ | ২২/১২/১৯ | ৫ | - |
| ১০৪ | আরামিট সিমেন্ট লি | ২০১৯০৬ | ২২/১২/১৯ | - | - |
| ১০৫ | আরামিট লি | ২০১৯০৬ | ২২/১২/১৯ | ৫০ | - |
| ১০৬ | ফার ক্যামিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড | ২০১৯০৬ | ২২/১২/১৯ | - | ১০% |
| ১০৭ | কুইন সাউথ টেক্সটাইল মিলস লিমিটেড | ২০১৯০৬ | ২২/১২/১৯ | ৮ | ১০% |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ১০৮ | আর. এন. স্পিনিং মিলস্ লি | ২০১৯০৬ | ২২/১২/১৯ | - | - |
| ১০৯ | সোনালী আঁশ ইন্ডাস্ট্রিজ লি | ২০১৯০৬ | ২২/১২/১৯ | ১০ | - |
| ১১০ | তিতাস গ্যাস ট্রান্সমিশন এন্ড ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লি | ২০১৯০৬ | ২২/১২/১৯ | ২৬ | - |
| ১১১ | এসিআই ফর্মুলেশনস লি | ২০১৯০৬ | ২৩/১২/১৯ | ৩৫ | - |
| ১১২ | এসিআই লিমিটেড | ২০১৯০৬ | ২৩/১২/১৯ | ১০০ | ১৫% |
| ১১৩ | আফতাব অটোমোবাইলস লি | ২০১৯০৬ | ২৩/১২/১৯ | ১০ | - |
| ১১৪ | ফু-ওয়াং সিরামিক ইন্ডাস্ট্রি লি | ২০১৯০৬ | ২৩/১২/১৯ | ১ | - |
| ১১৫ | নাভানা সিএনজি লি | ২০১৯০৬ | ২৩/১২/১৯ | ২৩ | - |
| ১১৬ | তসরিফা ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড | ২০১৯০৬ | ২৩/১২/১৯ | ১ | - |
| ১১৭ | বসুন্ধরা পেপার মিলস লিমিটেড | ২০১৯০৬ | ২৪/১২/১৯ | ১৫ | - |
| ১১৮ | বিডিকম অনলাইন লি | ২০১৯০৬ | ২৪/১২/১৯ | ৬ | ৬% |
| ১১৯ | বীকন ফার্মাসিউটিক্যালস লি: | ২০১৯০৬ | ২৪/১২/১৯ | ৫ | - |
| ১২০ | কনফিডেন্স সিমেন্ট লি | ২০১৯০৬ | ২৪/১২/১৯ | ১৫ | ১৫% |
| ১২১ | সিভিও পেট্রোকেমিক্যাল রিফাইনারি লি | ২০১৯০৬ | ২৪/১২/১৯ | ২ | - |
| ১২২ | ডেফোডিল কম্পিউটারস লি | ২০১৯০৬ | ২৪/১২/১৯ | ১০ | - |
| ১২৩ | দেশবন্ধু পলিমার লি. | ২০১৯০৬ | ২৪/১২/১৯ | ৫ | - |
| ১২৪ | ফরচুন সুজ লিমিটেড | ২০১৯০৬ | ২৪/১২/১৯ | ২ | ১৮% |
| ১২৫ | জেনেক্স ইনফোসিস লিমিটেড | ২০১৯০৬ | ২৪/১২/১৯ | ৫ | ১৫% |
| ১২৬ | ইনটেক লি | ২০১৯০৬ | ২৪/১২/১৯ | - | - |
| ১২৭ | ইন্ট্রাকো রিফুয়েলিং স্টেশন লিমিটেড | ২০১৯০৬ | ২৪/১২/১৯ | - | ১০% |
| ১২৮ | মোজাফফর হোসেন স্পিনিং মিলস্ লি | ২০১৯০৬ | ২৪/১২/১৯ | - | ২% |
| ১২৯ | ন্যাশনাল টি কোম্পানি লি | ২০১৯০৬ | ২৪/১২/১৯ | ২২ | - |
| ১৩০ | সমতা লেদার কমপ্লেক্স লি | ২০১৯০৬ | ২৪/১২/১৯ | ২ | - |
| ১৩১ | আমরা নেটওয়ার্ক লিমিটেড | ২০১৯০৬ | ২৬/১২/১৯ | ৬ | ৬% |
| ১৩২ | আমরা টেকনোলজিস লি | ২০১৯০৬ | ২৬/১২/১৯ | ৫ | ৫% |
| ১৩৩ | বাংলাদেশ সার্ভিসেস লি | ২০১৯০৬ | ২৬/১২/১৯ | - | - |
| ১৩৪ | গোল্ডেন সন লি | ২০১৯০৬ | ২৬/১২/১৯ | - | - |
| ১৩৫ | জিপিএইচ ইস্পাত লি | ২০১৯০৬ | ২৬/১২/১৯ | ৫ | ৫% |
| ১৩৬ | হাক্কানী পাল্প ও পেপার মিলস্ লি | ২০১৯০৬ | ২৬/১২/১৯ | ২ | - |
| ১৩৭ | হাওয়া ওয়েল টেক্সটাইলস (বিডি) লিমিটেড | ২০১৯০৬ | ২৬/১২/১৯ | ১৭ | - |
| ১৩৮ | মেঘনা কনডেন্সড মিল্ক ইন্ডাস্ট্রিজ লি | ২০১৯০৬ | ২৬/১২/১৯ | - | - |
| ১৩৯ | মেঘনা পেট ইন্ডাস্ট্রিজ লি | ২০১৯০৬ | ২৬/১২/১৯ | - | - |
| ১৪০ | মেট্রো স্পিনিং লি | ২০১৯০৬ | ২৬/১২/১৯ | ২ | - |
| ১৪১ | ন্যাশনাল টিউবস লি | ২০১৯০৬ | ২৬/১২/১৯ | - | ১০% |
| ১৪২ | অলিম্পিক এক্সেসরিস লি: | ২০১৯০৬ | ২৬/১২/১৯ | ২ | - |
| ১৪৩ | অলিম্পিক ইন্ডাস্ট্রিজ লি | ২০১৯০৬ | ২৬/১২/১৯ | ৫০ | - |
| ১৪৪ | ফার্মা এইডস লি | ২০১৯০৬ | ২৬/১২/১৯ | ৫০ | - |
| ১৪৫ | রিং শাইন টেক্সটাইল লিমিটেড | ২০১৯০৬ | ২৬/১২/১৯ | - | ১৫% |
| ১৪৬ | সাফকো স্পিনিং মিলস্ লি | ২০১৯০৬ | ২৬/১২/১৯ | - | - |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ১৪৭ | সি পার্ল বিচ রিসোর্ট অ্যান্ড স্পা লিমিটেড | ২০১৯০৬ | ২৬/১২/১৯ | - | ৫% |
| ১৪৮ | শেফার্ড ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড | ২০১৯০৬ | ২৬/১২/১৯ | - | ১০% |
| ১৪৯ | সিলকো ফার্মাসিটিক্যালস লিমিটেড | ২০১৯০৬ | ২৬/১২/১৯ | ২ | ১০% |
| ১৫০ | সিমটেক্স ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড | ২০১৯০৬ | ২৬/১২/১৯ | ৯ | ৫% |
| ১৫১ | ইউনিক হোটেল এন্ড রিসোর্ট লি: | ২০১৯০৬ | ২৬/১২/১৯ | ২০ | - |
| ১৫২ | ওয়াটা কেমিক্যালস লিমিটেড | ২০১৯০৬ | ২৬/১২/১৯ | ৩০ | ২৫% |
| ১৫৩ | জাহিনটেক্স ইন্ডাস্ট্রিস লিঃ | ২০১৯০৬ | ২৬/১২/১৯ | - | - |
| ১৫৪ | এটলাস বাংলাদেশ লি | ২০১৯০৬ | ২৮/১২/১৯ | ৫ | - |
| ১৫৫ | গোল্ডেন হারভেস্ট এগ্রো ইন্ডাস্ট্রিজ লি | ২০১৯০৬ | ২৮/১২/১৯ | ৭ | ৫% |
| ১৫৬ | লিগাসি ফুটওয়ার লি: | ২০১৯০৬ | ২৮/১২/১৯ | ৫ | - |
| ১৫৭ | মিরাকল ইন্ডাস্ট্রিজ লি: | ২০১৯০৬ | ২৮/১২/১৯ | - | ৪% |
| ১৫৮ | প্রাইম টেক্সটাইল স্পিনিং মিলস্ লি | ২০১৯০৬ | ২৮/১২/১৯ | ৫ | - |
| ১৫৯ | স্টান্ডার্ড সিরামিক ইন্ডাস্ট্রিজ লি: | ২০১৯০৬ | ২৮/১২/১৯ | ৫ | - |
| ১৬০ | জাহিন স্পিনং লিমিটেড | ২০১৯০৬ | ২৮/১২/১৯ | - | ৫% |
| ১৬১ | বারাকা পাওয়ার লি | ২০১৯০৬ | ২৯/১২/১৯ | ১০ | - |
| ১৬২ | হামিদ ফেব্রিক্স লিমিটেড | ২০১৯০৬ | ২৯/১২/১৯ | ১০ | - |
| ১৬৩ | রতনপুর স্টিল রি-রোলিং মিলস্ লিমিটেড | ২০১৯০৬ | ২৯/১২/১৯ | ১২ | - |
| ১৬৪ | রিজেন্ট টেক্সটাইল মিলস্ লিমিটেড | ২০১৯০৬ | ২৯/১২/১৯ | - | ৫% |
| ১৬৫ | সাইফ পাওয়ারটেক লিমিটেড | ২০১৯০৬ | ২৯/১২/১৯ | ৪ | ৬% |
| ১৬৬ | শমরিতা হসপিটাল লিমিটেড | ২০১৯০৬ | ২৯/১২/১৯ | ১০ | ৫% |
| ১৬৭ | এসকে ট্রিমস অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজ | ২০১৯০৬ | ২৯/১২/১৯ | ১০ | ১০% |
| ১৬৮ | বঙ্গজ লি | ২০১৯০৬ | ৩০/১২/১৯ | ৫ | ৫% |
| ১৬৯ | সেন্ট্রাল ফার্মাসিউটিক্যালস লি | ২০১৯০৬ | ৩০/১২/১৯ | ১ | - |
| ১৭০ | ন্যাশনাল ফীড মিল লিমিটেড | ২০১৯০৬ | ৩০/১২/১৯ | ০ | ১% |
| ১৭১ | নিউ লাইন ক্লোথিংস লিমিটেড | ২০১৯০৬ | ৩০/১২/১৯ | ৩ | ৭% |
| ১৭২ | সুরিদ ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড | ২০১৯০৬ | ৩০/১২/১৯ | ১০ | - |
| ১৭৩ | এ্যাকটিভ ফাইন কেমিক্যালস লি | ২০১৯০৬ | ৩১/১২/১৯ | ২ | - |
| ১৭৪ | এএফসি এগ্রো বায়োটেক লি | ২০১৯০৬ | ৩১/১২/১৯ | - | ১০% |
| ১৭৫ | এম্বি ফার্মাসিউটিক্যালস লি | ২০১৯০৬ | ৩১/১২/১৯ | ৩০ | - |
| ১৭৬ | ফ্যামিলিটেক্স (বিডি) লিঃ | ২০১৯০৬ | ৩১/১২/১৯ | - | - |
| ১৭৭ | খুলনা প্রিন্টিং এন্ড প্যাকেজিং লিমিটেড | ২০১৯০৬ | ৩১/১২/১৯ | ১ | - |
| ১৭৮ | এস.এস. স্টিল লিমিটেড | ২০১৯০৬ | ৩১/১২/১৯ | - | ১৫% |

বিঃদ্রঃ ২০১৯০৬= জুন-২০১৯

# ১৩. সুপারভিশন এন্ড রেগুলেশন অব ইন্টারমিডিয়ারিজ (এসআরআই)

সুপারভিশন এন্ড রেগুলেশন অব ইন্টারমিডিয়ারিজ (এসআরআই) বিভাগ মার্চেন্ট ব্যাংকার, স্টক ডিলার, স্টক ব্রোকার, ডিপোজিটরি অংশগ্রহণকারী (ডিপি), সিকিউরিটি কাস্টডিয়ান, ক্রেডিট রেটিং কোম্পানি, এসেট ম্যানেজমেন্ট কোম্পানি ইত্যাদি বাজার মধ্যস্থতাকারী প্রতিষ্ঠান সমূহের পরিপালনীয় কার্যাদির তদারকি ও নিয়ন্ত্রন কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। এই বিভাগ স্টক ব্রোকার, স্টক ডিলার, ডিপি ও মার্চেন্ট ব্যাংকসমূহ নিয়মিত পরিদর্শ করে। এছাড়াও প্রয়োজন অনুযায়ী উক্ত প্রতিষ্ঠানসমূহ বিশেষ পরিদর্শন কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। এসআরআই বিভাগ সাধারন বিনিয়োগকারী ও অন্যান্য স্টেক হোল্ডারদের অভিযোগ নিয়েও কাজ করে থাকে। উক্ত বিভাগ অক্টোবর থেকে ডিসেম্বর, ২০১৯ পর্যন্ত নিম্নেবর্নিত উল্লেখযোগ্য কার্যাবলী সম্পাদন করেছেঃ

**ক. কাস্টমার কমপ্লেইন্ট অ্যাড্রেস মডিউল (সিসিএএম)**ঃ ৩০ সেপ্টেম্বর ২০১৯ইং তারিখে কাস্টমার কমপ্লেইন্ট অ্যাড্রেস মডিউল (সিসিএএম) উদ্বোধন করা হয়েছে। নতুন প্রবর্তিত সিসিএএম এর মাধ্যমে বিএসইসি'র ওয়েবসাইটে গিয়ে বিনিয়োগকারীরা সহজেই যে কোন স্থান থেকে পুঁজিবাজার মধ্যস্ততাকারী বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও ইস্যুয়ার কোম্পানিসমূহের বিরুদ্ধে অনলাইনে অভিযোগ দাখিল করতে পারে। শুধু তাই নয়, এই মডিউলের মাধ্যমে দাখিলকৃত অভিযোগের বর্তমান অবস্থা অনলাইনে জানা, আপীল করা এবং প্রয়োজনে অভিযোগ প্রত্যাহারও করা যায়। সিসিএএম-এর মাধ্যমে অক্টোবর থেকে ডিসেম্বর, ২০১৯ইং পর্যন্ত দাখিলকৃত অভিযোগের সংক্ষিপ্ত বিবরন নিম্নে উপস্থাপন করা হলোঃ

| সময়কাল | দাখিলকৃত অভিযোগের সংখ্যা | নিষ্পত্তিকৃত অভিযোগের সংখ্যা | প্রক্রিয়াধীন |
|---|---|---|---|
| অক্টোবর থেকে ডিসেম্বর, ২০১৯ | ১৬৫ | ১৪৭ | ১৮ |

**খ. এক্সটারনাল ডাটা রিকোয়েস্ট প্রসেসিং (ইডিআরপি):** দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)সহ বিভিন্ন সরকারী সংস্থার সাথে তথ্য আদান প্রদানের সুবিধার্থে ১৫ ই এপ্রিল, ২০১৯ইং তারিখে External Data Request Processing (EDRP) নামে একটি প্ল্যাটফর্ম চালু করা হয়েছে। উক্ত প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে অক্টোবর থেকে ডিসেম্বর, ২০১৯ইং পর্যন্ত দুদকসহ বিভিন্ন সরকারী সংস্থার ২০৩টি পত্রের মাধ্যমে চাহিত তথ্য প্রেরণ করা হয়েছে।

**গ.** এসআরআই বিভাগ কর্তৃক ডিএসই এবং সিএসই-এর ট্রেক হোল্ডারদের দাখিলকৃত বার্ষিক নিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন পরীক্ষা করা হয়ে থাকে। আলোচ্য সময়ে ডিএসইর ৪৯টি এবং সিএসইর ১১৭টি ট্রেক হোল্ডার কোম্পানির বার্ষিক নিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন পরীক্ষা করা হয়। এর মধ্যে ডিএসইর ৩৮টি এবং সিএসইর ২৭টি ট্রেক হোল্ডার কোম্পানির আর্থিক প্রতিবেদনে এসআরআই বিভাগের পর্যবেক্ষন রয়েছে এবং তার মধ্যে ডিএসইর ৬টি কোম্পানির **Consolidated Customers' Account (CCA)**-এ ঘাটতির পরিমাণ ৩১.১৯ কোটি টাকা। এসআরআই বিভাগ কর্তৃক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের ফলে উক্ত ঘাটতির ৫১.১৮% কোম্পানির গ্রাহক হিসাবে ফেরত এসেছে। সিএসইর ২৭টি ট্রেক হোল্ডার কোম্পানির আর্থিক প্রতিবেদন নিয়ে কোম্পানির সাথে আলোচনা প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। এ সংক্রান্ত একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণী নিম্নে দেয়া হলো:

| বিবরণ | কোম্পানির সংখ্যা | টাকা |
|---|---|---|
| **Consolidated Customers' Account**-এ ঘাটতি সমন্বয় করেছে | ৫ | ২০.৬৩ কোটি |
| **Consolidated Customers' Account**-এ ঘাটতি সমন্বয় করার জন্য নির্দেশনা প্রদান | ১ | ১০.৫৬ কোটি |
| মোট | ৬ | ৩১.১৯ কোটি |

**ঘ.** কাস্টমার কমপ্লেইন্ট অ্যাড্রেস মডিউল (সিসিএএম) ছাড়াও বিনিয়োগকারীগণ সরাসরি লিখিতভাবে কমিশনে অভিযোগ দাখিল করে থাকে। অক্টোবর- ডিসেম্বর, ২০১৯ সময়কালে বিনিয়োগকারীগণ সরাসরি কমিশনে লিখিতভাবে ৩৪টি অভিযোগ দাখিল করেছেন যার মধ্যে ১৯টি অভিযোগ সিসিএএম-এ আপলোড করা হয়েছে। অবশিষ্ট ১৫টি অভিযোগের সংক্ষিপ্ত বিবরন নিচে দেওয়া হলঃ

| অভিযুক্ত প্রতিষ্ঠান | গৃহীত অভিযোগের সংখ্যা (অক্টোবর- ডিসেম্বর, ২০১৯) | প্রক্রিয়াধীন | আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণের লক্ষ্যে এনফোর্সমেন্ট বিভাগে প্রেরণ | প্রযোজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের লক্ষ্যে ডিএসই/ সিএসই/এমবি তে প্রেরণ | নিষ্পত্তিকৃত অভিযোগ |
|---|---|---|---|---|---|
| ডিএসই ট্রেক হোল্ডার | ৮ | - | - | ১ | ৭ |
| সিএসই ট্রেক হোল্ডার | ৭ | - | - | ২ | ৫ |
| মার্চেন্ট ব্যাংকার | - | - | - | - | - |

# ১৪. এনফোর্সমেন্ট

সিকিউরিটিজ আইন পরিপালনে ব্যর্থতার দরুন এনফোর্সমেন্ট বিভাগ পুঁজিবাজারে আইন অমান্য/লংঘনকারীর বিরুদ্ধে অপরাধের গুরুত্ব বিবেচনাপূর্বক জরিমানা আরোপসহ অন্যান্য আইনগত ব্যবস্থাদি গ্রহণ করে থাকে। সিকিউরিটিজ আইনের আওতায় পরিদর্শন ও তদন্ত কার্যাদি সম্পন্ন করা হয়। পরিদর্শন/ তদন্তে সিকিউরিটিজ আইন পরিপালন না করা সংক্রান্ত প্রাপ্ত অভিযোগের ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট সিকিউরিটিজ আইনের বিধান অনুসারে ইস্যুয়ার ও পুঁজিবাজার সংশ্লিষ্ট অভিযুক্ত ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের ব্যাখ্যা ও শুনানি সম্পন্ন করে কমিশনের নিকট তা পেশ করা হয়। কমিশন সিকিউরিটিজ আইন অনুযায়ী আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করে থাকে।

সিকিউরিটিজ সংক্রান্ত আইন পরিপালনে ব্যর্থতার কারণে ইস্যুয়ার কোম্পানি, স্টক ব্রোকার, স্টক ডিলার, মার্চেন্ট ব্যাংকার, অনুমোদিত প্রতিনিধি এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্যদের বিরুদ্ধে কমিশন কর্তৃক এ সময়ে গৃহীত এনফোর্সমেন্ট কার্যক্রমসমূহ প্রদর্শন করা হলঃ

| ক্রমিক নং | প্রতিষ্ঠানের ধরন | প্রতিষ্ঠান/ব্যক্তি(সংখ্যায়) | এনফোর্সমেন্ট ব্যবস্থার ধরন | |
|---|---|---|---|---|
| | | | জরিমানা | সতর্কীকরণ |
| ১ | ইস্যুয়ার কোম্পানি/পরিচালক | ১৭ | ৭ | ১০ |
| ২ | স্টক ব্রোকার/স্টক ডিলার/ /অনুমোদিত প্রতিনিধি | ৪০ | ২ | ৩৮ |
| ৩ | অন্যান্য | ২ | - | ২ |
| | মোট | **৬০** | **০৯** | **৫১** |

## ১৫. আইন

কমিশন কর্তৃক এবং কমিশনের বিরুদ্ধে মোট ৫৪৮ টি মামলা বিভিন্ন আদালতে বর্তমানে বিচারাধীন রয়েছে। মামলাসমূহের আদালত ভিত্তিক অবস্থান নিম্নরূপঃ

| ক্রমিক নং | আদালতের নাম | | মামলার সংখ্যা |
|---|---|---|---|
| ০১. | বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট | আপীল বিভাগ | ১১টি |
| | | হাইকোর্ট বিভাগ ঢাকা | ২৩৭টি |
| ০২. | স্পেশাল ট্রাইবুন্যাল বিএসইসি, ঢাকা | | ১৬টি |
| ০৩. | জেলা জজ আদালত, যুগ্ম জেলা জজ আদালত, সহকারী জজ আদালত ঢাকা | | ১১টি |
| ০৪. | চীফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট আদালত,ঢাকা | | ০৩টি |
| ০৫. | জেনারেল সার্টিফিকেট আদালত, ঢাকা | | ২৭০টি |
| | মোট মামলার সংখ্যাঃ | | ৫৪৮টি |

## ১৬. সেন্ট্রাল ডিপজিটরি সার্ভিসেস

এ সময়ে পুঁজিবাজারে ডিপজিটরি ব্যবস্থায় নিম্নলিখিত কোম্পানি ও মিউচ্যুয়াল ফান্ড অন্তর্ভুক্ত হয়েছে:

| কোম্পানির নাম | অন্তর্ভুক্তির তারিখ |
|---|---|
| কন্সটেলেশন ইউনিট ফন্ড | অক্টোবর ১৪,২০১৯ |
| রিং সাইন টেক্সটাইল লিমিটিড | ডিসেম্বর ১২, ২০১৯ |
| আইডিএলসি অ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট শরিয়াহ ফান্ড | ডিসেম্বর ১৪, ২০১৯ |

# ১৭. এমআইএস

- অটোমেশন ডেভেলপমেন্টের মাধ্যমে বিএসইসির বিভিন্ন বিভাগের কার্যাবলী সম্পাদনে সম্ভাব্য সহায়তা দেয়া, কম্পিউটারাইজড তথ্য বিশ্লেষণ ভিত্তিক পুঁজিবাজার মনিটরিং সিস্টেম গড়ে তোলা, ওয়েবের মাধ্যমে সকলকে সিকিউরিটিজ আইন ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিষয়ে অবগত করা এবং কমিশনকে আধুনিক ইনফরমেশন টেকনোলজি পদ্ধতি ব্যবহারের মাধ্যমে সমৃদ্ধ করা এমআইএস বিভাগের মূল লক্ষ্য।

- কমিশনের নতুন ভবনে নতুন প্রযুক্তির নেটওয়ার্ক ও তথ্য প্রযুক্তি অবকাঠামো উন্নয়নের জন্য কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। এগুলি বাস্তবায়িত হলে কমিশনের কর্মচারীগণ নতুন প্রযুক্তির কম্পিউটার/ল্যাপটপ ব্যবহার করতে পারবেন এবং উচ্চ গতি সম্পন্ন গিগাবিট ল্যান ব্যবহার করতে সক্ষম হবেন। এছাড়া কমিশনে বর্তমানে ২০০ এমবিপিএস গতির ইন্টারনেট সংযোগ ল্যানের সাথে স্থাপন করা হয়েছে, যা শেয়ারড ভিত্তিতে কমিশনের কর্মচারীগণ তাঁদের ওয়ার্ক স্টেশন থেকে ব্যবহার করে থাকেন। ইন্টারনেট সংযোগটি রিডানডেন্ট করা হয়েছে, ফলে নিরবিচ্ছিন্নভাবে ইন্টারনেট ব্যবহার করার বিষয়টি সফলভাবে বাস্তবায়িত হয়েছে। এছাড়া, সিকিউরিটিজ কমিশন ভবনব্যাপী Wifi স্থাপন প্রক্রিয়াধীন আছে।

- বর্তমানে বিএসইসির সকল কর্মচারী তাঁদের দৈনন্দিন কার্যক্রমে কম্পিউটার ব্যবহার করে থাকেন। অফিসের সকল কম্পিউটার ল্যান এর আওতাভূক্ত। বিএসইসি ইতোমধ্যে ই-সার্ভিস রোডম্যাপ-২০২১ তৈরি করেছে, যার আওতায় নতুন প্রযুক্তির অন-লাইন ভিত্তিক রেগুলেটরি ইনফরমেশন সিস্টেম স্থাপন প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। এর মাধ্যমে স্টেকহোল্ডাররা অন-লাইন ভিত্তিক প্রতিবেদন দাখিল করতে সক্ষম হবেন। বিএসইসিতে তৈরিকৃত ইন্টিগ্রেটেড সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন অটোমেটেড সিস্টেম (SECAS) বিদ্যমান রয়েছে, তবে তা পুরাতন।

- কমিশনের ওয়েবসাইটটি ইতিমধ্যে ডাইনামিক ডাটাবেজ ভিত্তিক সাইটে উন্নয়ন করা হয়েছে। ওয়েবসাইটটিতে বর্তমানে ৩টি ডোমেইন-www.sec.gov.bd, www.secbd.org ও www.এসইসিবিডি.বাংলা বিদ্যমান রয়েছে। তিনটি ডোমেইন এর মাধ্যমেই ওয়েবসাইটটি ব্রাউজ করা যায়। বিএসইসি'র ওয়েবসাইটে সিকিউরিটিজ সংশ্লিষ্ট আইন, রুলস, রেগুলেশন, অর্ডার, ডাইরেক্টিভ, নোটিফিকেশন ইত্যাদি উদ্ভাবনী প্রক্রিয়ায় উপস্থাপন করা হয়েছে যা ব্যবহারকারীগণের জন্য তথ্য খুঁজে পেতে অধিকতর সহায়ক হচ্ছে।

- কমিশনে a2i এর সহায়তায় সরকারের ই-নথি সিস্টেম স্থাপন করা হয়েছে যার মাধ্যমে প্রচলিত কাগজের ফাইলের পরিবর্তে ইলেকট্রনিক ফাইলিং সিস্টেম চালু করা হয়েছে। ফলে কাগজের ফাইলিং গুলি ক্রমান্বয়ে ইলেকট্রনিক ফাইলিং এ রুপান্তরিত হচ্ছে। a2i সংশ্লিষ্ট বিষয়ে কমিশনের সকল কর্মচারীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করেছে।

- এমআইএস বিভাগ কমিশনের চাহিদা মোতাবেক বিভিন্ন সিস্টেম ডেভেলপমেন্ট, মডিফিকেশন, ওয়েবসাইট আপগ্রেডেশন ও মেইনটেন্যান্সের কাজ করে থাকে।

অক্টোবর - ডিসেম্বর, ২০১৯ এ ওয়েবসাইটে বিশেষ কিছু আপলোডের সংখ্যাঃ

| কাজ | সংখ্যা |
|---|---|
| আইপিও প্রসপেক্টাস স্থাপন | ০২টি |
| এনফোর্সমেন্ট অ্যাকশন স্থাপন | ৫৫টি |
| অন্যান্য আদেশ/নোটিফিকেশন/ডাইরেক্টিভ ইত্যাদি স্থাপন | ০৫টি |
| প্রেস বিজ্ঞপ্তি | ১৯টি |
| দরপত্র বিজ্ঞপ্তি | ০১টি |

# ১৮. গবেষণা ও উন্নয়ন

এ সময়ে নিম্নোক্ত কার্যাবলি সম্পাদন করা হয়ঃ

ক. চাহিদা মোতাবেক সরকারের নিকট মাসিক প্রতিবেদন প্রেরণঃ-

১. প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি/নির্দেশনা বাস্তবায়ন অগ্রগতির প্রতিবেদন।

২. কমিশনের মাসিক উল্লেখযোগ্য/গুরুত্বপূর্ণ কার্যাবলি প্রতিবেদন।

খ. মহান জাতীয় সংসদ এর চাহিদা মোতাবেক তথ্য প্রেরণ।

গ. চাহিদা মোতাবেক কেন্দ্রীয় বাংকের নিকট মাসিক প্রতিবেদন প্রেরণঃ-

১. পুঁজিবাজারের মাসিক লেনদেনের প্রতিবেদন প্রেরণ।

ঘ. চাহিদা মোতাবেক মন্ত্রণালয়য়ের প্রকাশনার জন্য তথ্য প্রেরণঃ-

১. চাহিদা মোতাবেক অর্থনৈতিক সমীক্ষার জন্য পুঁজিবাজার সংক্রান্ত তথ্য।

২. চাহিদা মোতাবেক আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের কার্যক্রম প্রকাশনার জন্য পুঁজিবাজার সংক্রান্ত তথ্য।

ঙ. মন্ত্রণালয়ের চাহিদা মোতাবেক অন্যান্য তথ্য প্রেরণ।

- নিম্নোক্ত প্রতিবেদন সম্পাদনা করা হয় ঃ

| প্রতিবেদনের নাম | প্রকাশকাল |
|---|---|
| বার্ষিক প্রতিবেদন (বাংলা) | ২০১৮- ২০১৯ |
| বার্ষিক প্রতিবেদন ইংরেজি | ২০১৮- ২০১৯ |
| ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন পরিক্রমা | ১টি |
| Quaterly Review | ১টি |

# ১৯. ফিন্যান্সিয়াল লিটারেসি

কমিশনের ফিন্যান্সিয়াল লিটারেসি বিভাগ দেশব্যাপী বিনিয়োগ শিক্ষা কার্যক্রম সংক্রান্ত বিভিন্ন সেমিনার, ওয়ার্কশপ, কনফারেন্স এবং বিনিয়োগকারীদের যথাযথ অংশগ্রহণ ও বিনিয়োগ সিদ্ধান্ত গ্রহণে সচেতন করার লক্ষ্যে বিনিয়োগ শিক্ষা কার্যক্রম এবং বাজার মধ্যস্থতাকারী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক বিনিয়োগ শিক্ষা কার্যক্রম অনুমোদন এবং স্টক এক্সচেঞ্জের ট্রেকহোল্ডারে কর্মরত অনুমোদিত প্রতিনিধিদের প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত কার্যাবলি সম্পাদন করে থাকে। বিভাগীয় কার্যাবলি নিম্নরূপঃ

| ক্রমিক নং | বিবরণ | অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা |
|---|---|---|
| ০১ | বাজার মধ্যস্থতাকারী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক বিনিয়োগ শিক্ষা কার্যক্রম | ৬৫৮ |
| ০২ | বাজার মধ্যস্থতাকারী প্রতিষ্ঠানে কর্মরত ব্যক্তিদের জন্য প্রশিক্ষণ | ২০০ |
| ০৩ | বিশ্ব বিনিয়োগকারী সপ্তাহ উদ্‌যাপনের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ | ৫৩৮ |
| | মোট | ১৩৯২ |

# ২০. আন্তর্জাতিক সম্পর্ক

আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগ এ সময় নিম্নরূপ কার্যাবলি সম্পাদন করেছেঃ

১. বিগত দুই বছরের ন্যায় এবারও বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন (বিএসইসি) International Organization of Securities Commissions (IOSCO) কর্তৃক ঘোষিত ৩০ সেপ্টেম্বর থেকে ০৬ অক্টোবর, ২০১৯ তারিখ পর্যন্ত বিশ্ব বিনিয়োগকারী সপ্তাহ- ২০১৯ উদ্‌যাপন করেছে। এটা মূলতঃ IOSCO এর একটি উদ্যোগ যা বিশ্বের বিভিন্ন দেশে পালিত হয়। বিএসইসি এবং পুঁজিবাজার সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান এ উপলক্ষ্যে বিভিন্ন কর্মসূচি যেমন সেমিনার, ওয়ার্কশপ ইত্যাদি আয়োজন করে। এ বিষয়ে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগ কর্তৃক IOSCO এর সাথে নিয়মিত যোগাযোগ করেছে এবং পরবর্তীতে এতদসংক্রান্ত প্রতিবেদন IOSCO তে প্রেরণ করেছে।

২. Bangladesh Securities and Exchange Commission (BSEC) এর ১৩ (তের) সদস্যের একটি দল প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্যে ১৮-২৯ নভেম্বর, ২০১৯ পর্যন্ত ভারতের National Institute of Securities Markets (NISM) এ গমন করে। তারা উক্ত প্রশিক্ষণে পুঁজিবাজার সংক্রান্ত তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক জ্ঞান অর্জন করে।

৩. এছাড়া আলোচ্য সময়ে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থার Survey তে অংশগ্রহণ করা হয়েছে এবং বৈদেশিক নানা সংস্থার Query এর প্রেক্ষিতে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগ কর্তৃক তা সংশ্লিষ্ট সংস্থায় প্রেরণ ও পরবর্তীতে ধারাবাহিকভাবে যোগাযোগ রক্ষা করা হয়েছে।

# ২১. স্টক এক্সচেঞ্জের অপারেশনাল স্ট্যাটিসটিকস

**ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ লিমিটেড**

| মাস | ডিএসই ইনডেক্স (DSEX) | বাজার মূলধন (মিলিয়ন টাকায়) | মোট লেনদেন দিবস | সিকিউরিটিজ লেনদেন এর পরিমাণ (মিলিয়ন সংখ্যায়) | | সিকিউরিটিজ লেনদেন এর পরিমাণ (মিলিয়ন সংখ্যায়) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | মাসিক | দৈনিক গড় | মাসিক | দৈনিক গড় |
| অক্টোবর | ৪৬৮২.৯০ | ৩৫৫৯৩৮১ | ২২ | ২৩১৭ | ১০৫.৩৪ | ৭০২০২.২৫ | ৩১৯১.০১ |
| নভেম্বর | ৪৭৩১.৪৪ | ৩৫৬৭০৩৮ | ১৯ | ২৬৫৩ | ১৩৯.৬৫ | ৭৪১০৮.৮১ | ৩৯০০.৪৬ |
| ডিসেম্বর | ৪৪৫২.৯৩ | ৩৩৯৫৫১১ | ২০ | ২৬৪৫ | ১৩২.২৩ | ৬৭০২৭.২৮ | ৩৩৫১.৩৬ |
| **মোট** | | | **৬১** | **৭৬১৫** | **১২৪.৮৪** | **২১১,৩৩৮.৩৪** | **৩৪৬৪.৫৬** |

মাসের শেষ লেনদেন দিবসের সূচক এবং বাজার মূলধন নেয়া হয়েছে।

**চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জ লিমিটেড**

| মাস | সকল শেয়ার এর মূল্য সূচক | বাজার মূলধন (মিলিয়ন টাকায়) | মোট লেনদেন দিবস | সিকিউরিটিজ লেনদেন এর পরিমাণ (মিলিয়ন সংখ্যায়) | | সিকিউরিটিজ লেনদেন এর পরিমাণ (মিলিয়ন সংখ্যায়) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | মাসিক | দৈনিক গড় | মাসিক | দৈনিক গড় |
| অক্টোবর | ১৪২২১.৭৮৭২ | ২৮৪৪৯৬১.১৩ | ২২ | ১৮২.১৩ | ৮.২৮ | ৪১৯৪.৫৪ | ১৯০.৬৬ |
| নভেম্বর | ১৪৩৯২.৪৩৫১ | ২৮৫৮৬০১.১২ | ১৯ | ১৮৫.৭৭ | ৯.৭৮ | ৫১৭৪.৫৪ | ২৭২.৩৪ |
| ডিসেম্বর | ১৩৫০৫.৭০০৪ | ২৬৮৮৮৭৬.০১ | ২০ | ১৬৬.৩১ | ৮.৩২ | ৩৯৫৬.৫৭ | ১৯৭.৮৩ |
| মোট | | | ৬১ | ৫৩৪.২১ | ৮.৭৬ | ১৩৩২৫.৬৫ | ২১৮.৪৫ |

মাসের শেষ লেনদেন দিবসের সূচক এবং বাজার মূলধন নেয়া হয়েছে।

উৎস: সংশ্লিষ্ট স্টক এক্সচেঞ্জ

# ২২. প্রেস রিলিজ

এ সময়ে কমিশন ১৯ টি প্রেস রিলিজ ইস্যু করেছে; যা কমিশনের ওয়েব সাইটে (www.sec.gov.bd) সন্নিবেশিত আছে।